CMYK
CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 April 2019 ■ আগরতলা, ১০ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২৬ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

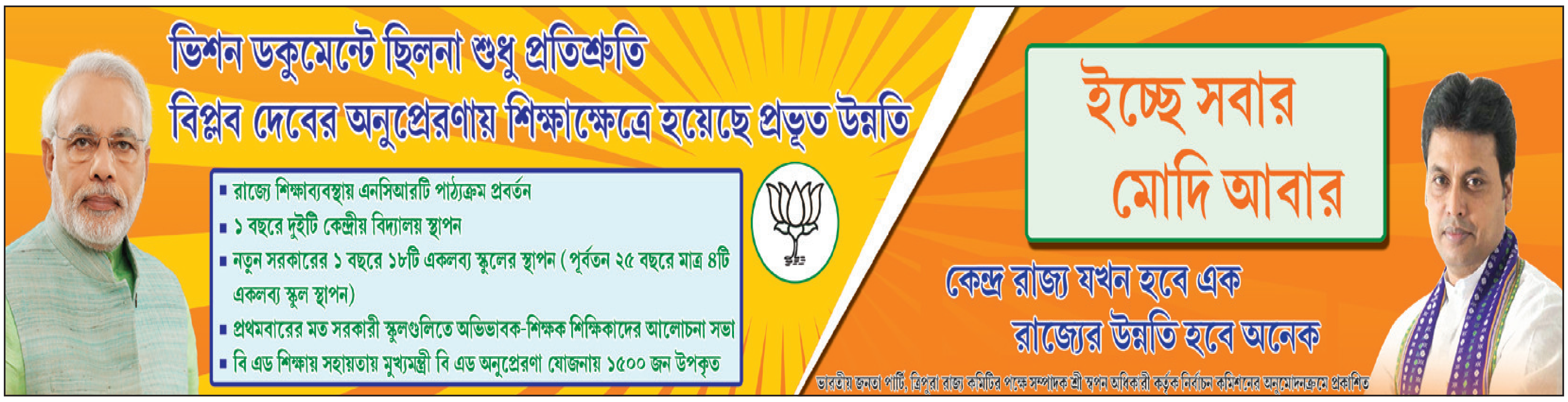

সরব শেষ, আজ নীরব প্রচার
ভোটের জন্য প্রস্তুত পশ্চিম আসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম আসনে ভোটে মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় সরব প্রচার সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই প্রার্থীরা নীরব প্রচারে লেগে পড়েছেন। কারণ, আজ রাত ও আগামীকাল ৯টা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে পারবেন প্রার্থীরা। এদিকে, পশ্চিম আসনে পোস্টাল ব্যালটে মোট ৩০৩০ টি ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুনিকান্তি।

১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের সরব প্রচার আজ বিকালে শেষ হয়েছে। ১১ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই আসনে ভোট নেওয়া হবে। এর জন্য সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকালই ভোটগ্রহণ কর্মীরা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন। রাজ্যের ঐতিহ্য বজায় রেখে সবাইকে ভোট কেন্দ্রে এসে নিজ নিজ ভোট দেবার জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ সন্ধ্যায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সি ই ও) শ্রীরাম তরুণীকান্তি জানান, সুষ্ঠ ও অবাধ ভোট সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সবকয়টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই হয় ওয়েবকাস্টিং হবে নতুবা ওয়েব ক্যামেরা থাকবে। কোন কোন জায়গায় ২টি ক্যামেরাও থাকবে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সি আর পি এফ টহল দেবে। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী দেওয়া হয়েছে। এই এলাকাগুলিতে ভিডিওগ্রাফাররাও থাকবেন। স্পর্শকাতর এলাকা ছাড়া অন্যত্রও ভিডিওগ্রাফার থাকবেন। সি ই ও জানান, সেকটর অফিসারদের বলা হয়েছে ভোটের পিরিওডিক্যাল মনিটর করার জন্য। যেখানে মনে হচ্ছে কম ভোট পড়ছে সেখানে সেকটর অফিসার, সেকটর পুলিশ অফিসাররা ছুটে যাবেন। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে যাতে সঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারেন সেজন্য সেকটর অফিসারদের মুভমেন্ট মোবাইল ট্র্যাকিং করা হচ্ছে বলে সি ই ও জানিয়েছেন। তিনি জানান, ভোটারদের মধ্যে ভোটার স্লিপ বন্টনের কাজ ৯৯ শতাংশের উপর সম্পন্ন হয়ে গেছে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ঝড় বৃষ্টিতে ভোটপর্ব যাতে ব্যাহত হতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, আগামীকালও রাজ্যে যথেষ্ট বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাষ। তবে পরশু ভোটের দিন বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা কম। এরপরও বৃষ্টি হলে ভোটারদের যাতে কোন সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সেজন্য যে সমস্ত স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেখানকার অন্য রুমগুলিকেও খোলা রাখার জন্য বলা হয়েছে। ভোটাররা যাতে প্রয়োজনে ওই রুমগুলিতে আশ্রয় নিতে পারেন সেজন্যই সেগুলিকে প্রস্তুত রাখার জন্য বলা হয়েছে। বৃষ্টি হলে এক/দুই ঘন্টা ভোট দানের হার কম হলেও সার্বিকভাবে এর উপর যাতে প্রভাব না পড়ে সেজন্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সকালের দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট দিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে কংগ্রেস ঃ প্রধানমন্ত্রী

লাতুর (মহারাষ্ট্র), ৯ এপ্রিল (হি.স.)।। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আক্রমণ অব্যাহতঊ ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে বাকযুদ্ধও আরও বাড়ছে। মঙ্গলবার সকালে মহারাষ্ট্রের

লাতুরে আয়োজিত জনসভায় কংগ্রেস নেতৃত্বকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে কংগ্রেস দল।' প্রধানমন্ত্রীর জনসভা শুরু হওয়ার বহু সময় আগে থেকেই নির্বাচনী জনসভা উপস্থিত ছিলেন প্রচুর সংখ্যক মানুষ। ভিড়ে থিকথিক করছিল জনসভা। এদিন জনসভায় ভাষণ রাখার শুরুতেই জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমি এখানে আসার পর শুনলাম, অত্যধিক গরম সত্ত্বেও আপনারা সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে এখানে বসে আছেনঊ আপনাদের এই 'তপস্যা' আমি বৃথা হতে দেব না। আমি সুদ সমেত আপনাদের তা ফেরত দেব।'

এরপরই কংগ্রেসকে তুলোধনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'চৌকিদার মোদী' দেশের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ ঃ রাহুল

পাঁচগ্রাম (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.)।। নরেন্দ্র মোদী যতই 'ম্যায় চৌকিদার' বলে প্রচার করে বেড়ান, বাস্তবে তিনি দেশের সাধারণ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নীরব মোদী, ললিত

মোদী, বিজয় মালিয়া, মেহুল চৌকসিরা এই চৌকিদারের আমলেই দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পালিয়ে গেছে। 'চৌকিদার কিতনা চৌকন্না হ্যাঁয় ইসিসেই পতা চলতা হ্যায়।' তবে আদানি-আম্বানির সম্পত্তির চৌকিদারিতে কোনও খামতি রাখছেন না তিনি। আজ বরাক উপত্যতকার পাঁচগ্রামে এক নির্বাচনি জনসভায় এভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর হামলা করেছে রাহুল গান্ধী।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার পৌরোহিত্যেঅনুষ্ঠিত আজকের নির্বাচনি জনসভায় রাহুল গান্ধী প্রতিশ্রুতি দেন, কংগ্রেস কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় ফেরামাত্র খুব শীঘ্র পাঁচগ্রাম কাগজ কল পুনরায় চালু করা হবে। উদ্যোগ ক্ষেত্রে বরাক উপত্যাকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে কংগ্রেস। নয়া কল কারখানা স্থাপনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আক্রান্ত বিধায়ক রতন ভৌমিকের ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ এপ্রিল।। নিজ বাড়িতেই আক্রন্ত হলেন বিধায় রতন ভৌমিকের ভাই যতন ভৌমিক। জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল ৪টা নাগাদ আর কে পুর থানাধীন সোনামুড়া চৌমুহনী স্থিত নিজ বাড়িতে বিধায়ক রতন ভৌমিকের ভাই যতন ভৌমিক রাজমিস্ত্রিদের দিয়ে বাড়ি সংস্কার কাজে হাত দিয়ে ছিলেন। ওই সময় ২০/২৫ জনের একটি দল তাঁর বাড়িতে গিয়ে রাজমিস্ত্রিদের কাছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীর্ষ নেতৃত্বের দলত্যাগে হতাশ আইপিএফটি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। ক্রমাগত দলত্যাগে ভীষণ অসহায় বোধ করছেন আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা। তিনি এতটাই হতাশ যে, দলত্যাগীদের নিয়ে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বদলে তিনি মেজাজ হারান। তাতে, স্পষ্ট লোকসভা নির্বাচনী মুহুর্তে রাজ্যে আইপিএফটি ভীষণ সংকটে পড়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় পশ্চিম আসনে নিযুক্ত ভোট কর্মীরা ভোটের সামগ্রী সংগ্রহ করছেন। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনী ময়দানে অন্য কোনও দল চোখে পড়েনি ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। নির্বাচনী ময়দানে অন্য কোনও দলের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে একথা বলেন দলের প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনে বামেরা প্রধান প্রতিপক্ষ হলেও পরাজয় নিশ্চিত জেনে তাঁরা সন্ত্রাসের অজুহাত তুলে ধরছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, কংগ্রেসের এ রাজ্যে এখনও কোন সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। তাই, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি দুই আসনেই জয়ী হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থক রয়েছেন। উপরন্তু, সম্প্রতি বিজেপিতে ২ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি ভোটার যোগদান করেছেন। তাই এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরাই জয়ী হবেন বলে তিনি দাবি করেন।

তাঁর মতে, কংগ্রেসে ভোট দেওয়ার অর্থ সিপিএমকে শক্তিশালী করা। তাই রাজ্যের ভোটারদের প্রতি সঠিক জায়গায় ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব দেব। তাঁর বক্তব্য, বামেরা ত্রিপুরার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর নির্বাচনের আগে ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যে এসে তিনি আবারও বলে গেছেন ত্রিপুরাকে হীরা বানাবেন। মোদী থাকলে ত্রিপুরার উন্নয়ন হবে। তাঁর দাবি, কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশনের বেসিক দেওয়া হয়েছে। মোদী থাকলে রাজ্যের আরও উন্নয়ন সম্ভব। তাই উন্নয়নের তাগিদে মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো প্রয়োজন।

বিপ্লব দেবের কথায়, রাজ্যে বিজেপির মূল প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট। কিন্তু, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ করছে বামেরা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অভিযোগ হচ্ছে তাঁদের ভূষণ। তিনি বলেন, ২৫ বছর ধরে সন্ত্রাস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদী হামলায় বিজেপি বিধায়ক সহ নিহত ৫

দান্তেওয়াড়া, ৯ এপ্রিল (হি. স.)।। ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় বিজেপি বিধায়কের কনভয়ে মাওবাদী হামলা। মঙ্গলবার বিকেলের পর ওই হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছেন বিজেপির বিধায়ক ভীমা মান্ধভি। দলের বিধায়কের মৃত্যুর খবর আসতেই শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে আর মাত্র একদিন বাকি। তার আগেই ফের উত্তপ্ত ছত্তিশগড়। মঙ্গলবার বিকেলে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় বিজেপি বিধায়ক ভীমা মান্ধভির কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ করল মাওবাদীরা। কনভয়ে ছিলেন স্বয়ং ভীমা মান্ধভি। এছাড়াও বিজেপি বিধায়কের গাড়ির চালক এবং তিন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসারের (পিএসও) মৃত্যু হয়েছে বিস্ফোরণে। মঙ্গলবার বিকেলে ওই ঘটনার পর সন্ধ্যায় শোকপ্রকাশ করে ট্যুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, শ্রী ভীমা মান্ধভি ছিলেন বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। পরিশ্রমী ও উদ্যমী ওই নেতা সব সময় ছত্তিশগড়ের মানুষের জন্য কাজ করতেন। তাঁর মৃত্যু প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় বিজেপি বিধায়ক ভীমা মান্ধভির বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যান্টি-নকশাল অপারেশনের ডিআইজি পি সুন্দর রাজ। তিনি আরও জানান, 'আমরা জানতে পেরেছি বিজেপি বিধায়কের গাড়ির চালক এবং তিন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

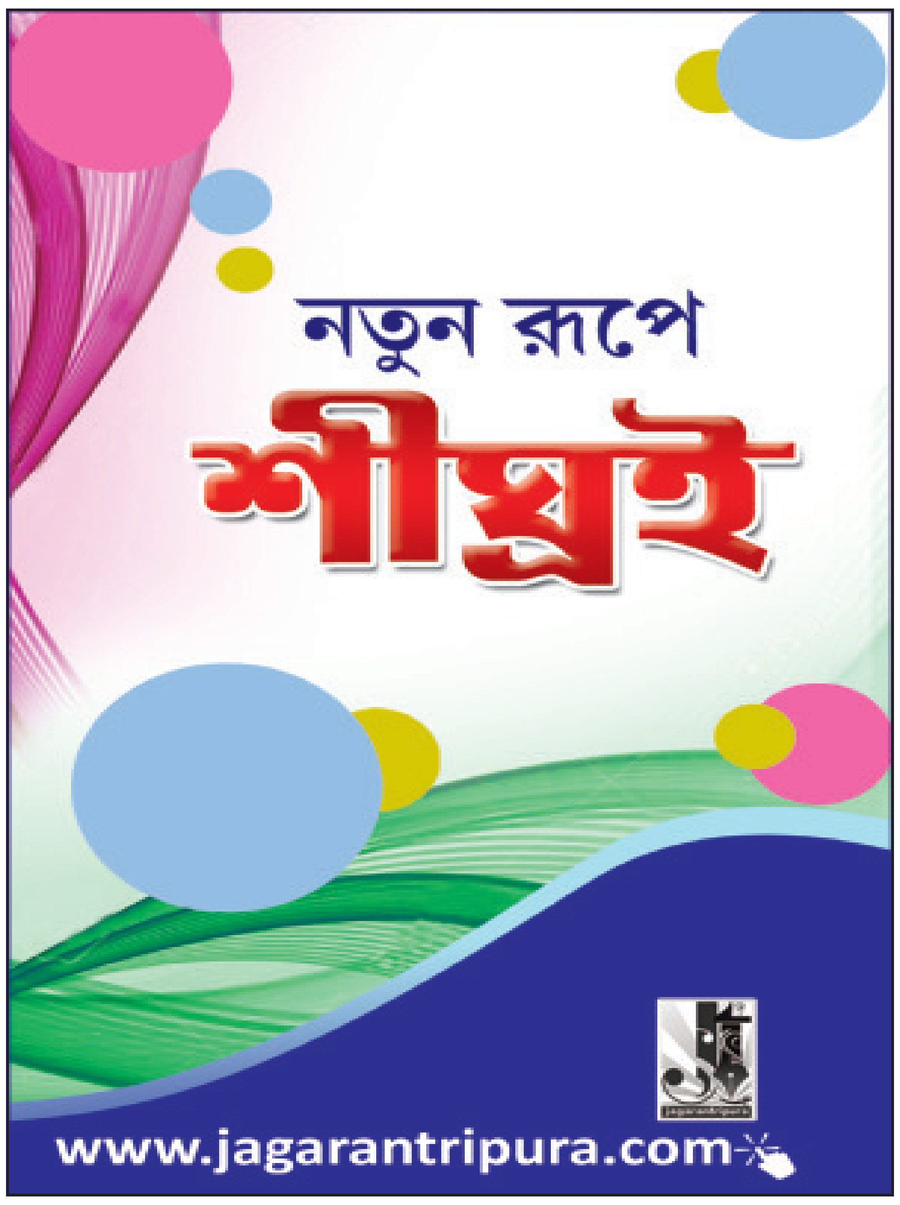

ভারী বর্ষণে জলমগ্ন আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বর্ষা শুরু আগেই আগরতলা শহরবাসীর চিন্তা বাড়লো। কারণ, প্রতি বছরের মতই ভারী বর্ষণে আবারও জলমগ্ন হল রাজধানীর রাজপথ। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ঘন্টা খানেকের বৃষ্টিতে আগরতলায় প্রধান রাস্তাগুলিতে জল জমে যায়। তাতে, নিত্যযাত্রীরা ভীষণ সমস্যার মুখে পড়েন। জলনিষ্কাশনী ব্যবস্থা এখনও আগের অবস্থাতেই রয়েছে তা এদিনের বৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হয়েছে।

এদিন, শকুন্তলা রোডের সন্ধ্যার পরও জল নামেনি। ফলে, চৈত্র সেলে ভীড় রাজধানী আগরতলায় মারাত্মক যান জটের সৃষ্টি করেছে। বনমালীপুর এলাকাতেও সকালের ভারী বর্ষণে রাস্তার জল জমতে দেখা গেছে। প্রাক্ বর্ষায় এই পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ভারী বর্ষণে জলমগ্ন আগরতলার রাজপথ। ছবি-নিজস্ব।

তবে, জল নিষ্কাশণে অত্যাধুনীক প্রযুক্তির যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্ষার আগেই কভার ড্রেনে জমে থাকা সমস্ত আবর্জনা পরিস্কারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু, অপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত কভার ড্রেন থেকে আবর্জনা পরিস্কার কতটা সম্ভব হবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে মহানামব্রত আশ্রম সংলগ্ন রাস্তায় দীর্ঘ দিন বাদেও ড্রেন সংস্কারের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় জল নিষ্কাশনে মারাত্মক সমস্যা হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। কারণ, ভারী বর্ষণে ওই এলাকায় জল জমে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে প্রতি বছরের মতো এবছরও বর্ষায় নাকাল হতে হবে আগরতলা শহরবাসীকে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৮১ ▫ ১০ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ২৬ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

রাজনীতিতে চোখের জল

ভারতীয় জনতা পার্টি এমন ধাক্কার মুখে পড়িয়া যাইবে তাহা বোধহয় কিছুদিন আগেও ভাবা যায় নাই। আইপিএফটি কার্য্যত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। দলের একজন প্রথমসারীর নেতা এবং একজন লোকসভা আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী নেতা দলত্যাগ করিয়া কার্য্যত কংগ্রেসেই যোগ দিলেন। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে আইপিএফটি দল কার্য্যত ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। কংগ্রেস দলে যোগ দিতেছে বিদ্রোহীরা। পাহাড়ে এখন দাপাইয়া বেড়াইতেছে কংগ্রেস। যদি এই তথ্য সত্যি হয় তাহা হইলে আগামী দিনে শাসক বিজেপি যে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, খুব দ্রুত রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পথে আগাইতেছে। কংগ্রেস হঠাৎ করিয়া এত জনসমর্থনের রসদ পাইল কিভাবে? কিভাবে ক্ষমতার এক বছর যাইতে না যাইতেই পৃথক রাজ্যের দাবীদার দল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আসলে মিথ্যার উপর রাজনীতি বিশী দিন স্থায়ী হয় না। যে দল অবাস্তব, অসত্য প্রতিশ্রুতি দিয়া দল করে বা ক্ষমতায় বসে সেই দলের পরিণতি কত ভয়াবহ হইতে পারে তাহার বড় প্রমাণ পৃথক রাজ্যের দাবীদার দল। ক্ষমতায় বসিতে না বসিতেই দলের স্তম্ভই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবু, ক্ষমতার চেয়ারে বসিয়া থাকা। কিন্তু কতদিন সেই চেয়ার থাকিবে? পৃথক রাজ্যের দাবীদারদের নেতা এনসি দেববর্মা এখন হাতাশার আগুনে জ্বলিতে থাকিবেন। তাঁহার দলের এক সেনাপতি অশ্রুসজল চোখে জানাইয়াছেন এনসি পাহাড়ের মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহা অবাস্তব দাবী জানিয়াও মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। মানুষ তাহা বুঝিয়াছেন। উপজাতি অংশের মানুষের মনে তাহার প্রতিক্রিয়া কি তাহা নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পাহাড়ে কংগ্রেসের কোনও সংগঠনই ছিল না। আইপিএফটির বিদ্রোহীরা সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিয়া পাহাড়ে কংগ্রেসের পতাকা উড়াইতেছেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হইবে কিনা তাহার চাইতে বড় কথা উপজাতিদের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে। এই ঘটনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি প্রমাদ গুনিবে। আইপিএফটির বিদ্রোহীরা তো এখন পাহাড় দাপাইয়া বেড়াইতেছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া গড়িয়া উঠিতেছে। আসলে, ভাওতার রাজনীতি বেশী দিন চলিতে পারে না। আইপিএফটি সেই পথে হাটিয়া এখন সখাত সলিলে। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন দল বিজেপিও বড় বেশী স্বস্তিতে নাই। বিজেপির ডাকে সাড়া না দিয়া জোট সংগী এন সি দেববর্মারা লোকসভায় দুইটি আসনেই প্রার্থী মনোনয়ন দিয়াছে। ইহাতে বিজেপির যেমন ক্ষতি হইয়াছে তেমনি সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে পৃথক রাজ্যের দাবীদারদের। পাহাড়ে বিজেপি খুব বেশী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারে নাই বলিয়াই আইপিএফটির সঙ্গে জোট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে এই জোটেই বাড়তি শক্তি পায় বিজেপি। পাহাড় সমতল সর্বত্র পরিবর্তনের জোয়ার আসিয়াছিল। আজ এক বছরের বেশী সময়ের শাসনে কংগ্রেস জাগিয়া উঠিল দলত্যাগীদের সহযোগে? বিজেপি ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়াই চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন সুবল ভৌমিক। একই অবস্থা অনন্ত দেববর্মার। তিনিও আইপিএফটি হইতে পদত্যাগ করিয়া চোখের জলে একাকার হইয়াছেন। এই চোখের জলের মূল্য কি রাজ্যের মানুষ বুঝিতে পারিয়াছেন? রাজনীতিতেও চোখের জলের দাম আছে?

শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে নবরাত্রির চতুর্থ দিনে ভক্তকুলের ভিড়, মন্দির সাজানো হয়েছে ফল দিয়ে

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.)।। গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে শুরু হয়েছে চৈত্র নবরাত্রি উৎসব। চৈত্র নবরাত্রি কামাখ্যার অন্যতম প্রধান উৎসব। এ উপলক্ষে দেশ-বিদেশের হাজারো ভক্ত দেবী কামাখ্যাকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে এসেছেন।

মঙ্গলবার চতুর্থ দিনেও কামাখ্যা মন্দিরে ছিল উপচে পড়া ভক্তের ভিড়। এদিন ভোরবেলা থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তের আগমন শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যায় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও মন্দির চত্বর তথা আশপাশ এলাকায় দেশ বিদেশের অসংখ্য ভক্তের ভিড় রয়েছে।

গত ৬ এপ্রিল শনিবার থেকে কামাখ্যাধামে শুরু হয়েছে চৈত্র নবরাত্রি উৎসব। চলবে ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকেই নববর্ষের শুরু হয়ে যায়। এর সাথে এদিন থেকেই চৈত্র নবরাত্রির শুরু হয়। নবরাত্রির সময় মা দুর্গার নয়টি রূপের পূজা করা হয়। বছরে দুবার নবরাত্রি উৎসব পালন করা হয় যা চৈত্র নবরাত্রি ও শারদীয় নবরাত্রি নামে জানা যায়।

কামাখ্যাধামে এবার চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রথমবার মন্দিরের সাজসজ্জায় কিছুটা নতুনত্ব আনা হয়েছে। ভক্তদের আকর্ষিত করতে মন্দিরের একটি অংশকে বিভিন্ন রকমের ফল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ফলের মধ্যে রয়েছে আপেল, কমলা, নাশপাতি, বেদানা ও কলা। এর জন্য হাজার কিলোগ্রাম ফলের যোগাড় করা হয়েছে। প্রত্যেক বছর কামাখ্যাধামে নবরাত্রি উৎসবের সময় মন্দিরকে সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মন্দিরের প্রধান অংশকে লাল গোলাপ দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাইরের অংশকে গাঁদা এবং অন্যান্য নানান জাতের ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে। কামাখ্যাধামে এই প্রথমবার ফল দিয়ে সাজানো মন্দির দেখতে ভিড় করেছেন অসংখ্য মানুষ। তাঁদের অধিকাংশ নিজস্বী তোলায় ব্যস্ত।

কামাখ্যাধামে নবরাত্রির একটি বিশেষ মহত্ব রয়েছে। নবরাত্রির নয়দিন ভীষণ পবিত্রভাবে পালন করা হয়। এই সময় ভক্তেরা মা দুর্গার নয়টি রূপের আরাধনা করে মায়ের আশীর্বাদ কামনা করেন। কথিত আছে, এই নয় দিন যাঁরা মা দুর্গার পূজা-অর্চনা করেন তাঁদের সব মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

বেহাল ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক : হাফলঙে জরুরি বৈঠক ১৩ই

হাফলং (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.)।। ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক (সম্প্রসারণ)-এর এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত এবং এএস ২২ প্যাকেজের মাইবাং থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত সড়কের বেহাল দশা নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসলেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া।

মঙ্গলবার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিক অমিতাভ রাজখোয়া এক চিঠিতে আগামী ১৩ এপ্রিল তাঁর সরকারি সভাকক্ষে সড়কের বেহাল দশা নিয়ে এক জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। বৈঠকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-এর সিজিএমকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন জেলাশাসক। চিঠিতে জেলাশাসক লিখেছেন, নাহাই-এর সিজিএম এই চিঠিটি ইলেকশন আর্জেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে আগামী ১৩ এপ্রিলের জরুরি বৈঠকে উপস্থিত থাকেন।

উল্লেখ্য, ভোটকর্মীদের যাতে নিজেদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যেতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সড়কটি অবিলম্বে সংস্কার করতে উদ্যোগ নিয়েছেন জেলার নির্বাচন আধিকারিক রাজখোয়া।

বামপন্থীদের শক্তি ক্ষয় হলে শক্তিশালী হয় দক্ষিণপন্থা

গৌতম রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ভুলে গেলে চলবে না, দক্ষিণপন্থীকে, সাম্প্রদায়িক শিবিরকে রুখতে জ্যোতিবাবু কিন্তু সেদিন তাঁর মন্ত্রিসভার সতীর্থ বামফ্রন্ট শরিক দলের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। এই রাজনৈতিক দৃঢ়তার উত্তরাধিকার যদি বামপন্থীরা বহন করতে পারতেন, তাহলে তাঁরাও রাজনৈতিক প্রবহমানতায় আজ এভাবে দুর্বল হয়ে পড়তেন না এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেস আরএসএস-বিজেপির সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে আজ কার্যত সংঘ-বিজেপিকে এভাবে পায়ের তলায় জমি তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ পেত না।

ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্টের যে তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে জ্যোতিবাবু, প্রমোদ দাশগুপ্তরা বামফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন, চোখের মণির মতো সেই বামফ্রন্টকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছিলেন, প্রথম দু'টি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পর থেকে সেই শপথ রক্ষার্থে কি বামপন্থী নেতাদের সবাইকে সেভাবে আমরা আন্তরিক দেখিছি? কৃষ্ণপদ ঘোষ, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রভাস রায়, পরিমল মিত্র, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহদের প্রজন্মের পর চোখের মণির মতো বামফ্রন্টকে রক্ষা করার সংকল্প যদি আন্তরিকভাবে পালিত হতো তবে কি রাজনীতির ময়দানেই হোক আর সংসদের ফ্লোরেই হোক, বামপন্থীদের এই করুণ অবস্থা আজ আমাদের দেখতে হতো?

সেলুলার জেলে চরম নির্যাতন ভোগ করা অমৃতেন্দু মুখার্জিকে দেখেছি অসুস্থ অবস্থায় নির্বান্ধব হয়ে পিজি উডবার্ন ওয়ার্ডে একটি ইজি চেয়ারে বসে আছেন উদাসীনভাবে। পাশের ঘরেই এক সদ্য প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘরে ভীড় উপচে পড়ছে। অথচ 'দগাদা'র পাশে গিয়ে, কেমন আছেন বলারও কারও সময় নেই। এই ক্ষমতাভিত্তিক দলীয় ভাবনার একাংশই বাম আন্দোলনকে ক্রমশ দুর্বল করতে শুরু করেছিল। এভাবে যখন দক্ষিণপন্থা কোমরে জোর আনছে, বামপন্থীরা তখনও প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে বলীয়ান সংঘঠন ফিরে দিবাস্বপ্নে মশগুল। তাই চোখের মণির মতো বামফ্রন্টকে রক্ষা করার বদলে নিজেদের ভিতর ভূমিস্তরে ঠোকাঠুকি করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে এই ভ্রমের বশবর্তী হয়ে কেবল নিজেদের ক্ষতিই করে চলেছেন। এই ধরনের একটা দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক। দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমল। ১৯৮৫ সাল। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন। তার কিছুদিন আগেই ভাতিন্ডা কংগ্রেস করে জরুরি অবস্থা সহ নানা সময়ের ইন্দিরা সখ্যতার জন্যে নিজেদের ভুল স্বীকার করে সিপিআই বামফ্রন্টে শামিল হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনের ৩১ নং ওয়ার্ড। সেখানে সিপিআই প্রার্থী কল্যাণ মুখার্জি। কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ পাল। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরেশবাবুকে তখন প্রায় কেউই চেনেন না। কল্যাণ মুখার্জির প্রতি সদয় ছিলেন না বড় মাপের বামপন্থীরা। তাই তাঁর জিতিয়ে দিলেন পরেশ পালকে। সেদিন যদি কর্পোরেশনের ভোটে পরেশ পাল না জিততেন, তাহলে পরবর্তীকালে তাঁর এহেন রাজনৈতিক উত্থান হতো কি না-তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। আর সেদিন যদি পরেশ পাল রাজনৈতিক ফিগার না হয়ে উঠতেন তাহলে পরবর্তীকালে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে শ্যামল চক্রবর্তীকে হারিয়ে এই পরেশ পালকে জেতাতে সমর্থ হতে না শ্রমিক নেতা গোবিন্দ গুহ। যে জেতার কৃতজ্ঞতায় প্রকাশ্য রাস্তায় গোবিন্দ গুহকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন পরেশ পাল। আর সেই গোবিন্দ গুহের কাছে তাতে খড়ির গল্পও হয়তো শোনাতে পারতেন না আজকের তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। এভাবেই অন্তর্কলহের ভিতর দিয়ে বাম আন্দোলনের শক্তিক্ষয় প্রকারান্তরে শক্তি জুগিয়েছে দক্ষিণপন্থীদেব., সাম্প্রদায়িক-মৌলিবাদী শক্তিদের।

আটের দশকের শেষ দিক। ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন। নৈহাটি কেন্দ্রে সিপিআই(এম) প্রার্থী পোড় খাওয়া রাজনীতিক গোপাল বসুকে তাঁর দলেরই সেই সময়ের কিছু নবীন প্রজন্মের নেতা মেনে নিতে পারলেন না। ফলে যে '৮৭ সালে বামেদের ফলাফলের রেকর্ড পরবর্তীতেও গোটা রাজ্যের বামেরা ভাঙতে পারেননি, সেই বছরই গোপাল বসু পরাজিত হলেন। জিতলেন কংগ্রেস প্রার্থী। না সাংগঠনিক, না জনসমর্থন কোনও কিছুই সেদিন নৈহাটিতে কংগ্রেসের ছিল না। মানুষের মনে তখনও দগদগে ছিল '৭২ -এর অপদার্থ কংগ্রেস বিধায়ক তারাপদ মুখার্জির নিস্পৃহ ভূমিকা আর সেই ভূমিকার সুযোগ নিয়ে অপর কংগ্রেসী বিধায়ক গোলকেশ ভট্টাচার্যের সীমাহীন সন্ত্রাস। মানুষ সেদিন কোনও অবস্থাতেই তাই বামেদের সেই ভরা বাজারে নৈহাটিতে এককালের সংগ্রামী নেতা গোপাল বসুকে ভোট দিতে পারে না। তাহলে?

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। গোপাল বসু গোষ্ঠীকে পর্যদস্ত করতে দু-দু'বার নৈহাটি পুরসভার পরিচালন ভার কীভাবে কংগ্রেসের হাতে গেল, সে রহস্যও আজ কেন ওই অঞ্চলে বামশক্তির দুর্বলতা এবং দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শিবিরের বাড়বাড়ন্ত, তার কারণ অনুসন্ধানে অন্যতম অনুঘটক। এই ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে গেল না। পরের বার বিধানসভা নির্বাচনে নৈহাটি আসনটি বামফ্রন্ট ছেড়ে দেয়। তাঁদের সেই সময়ের জোটসঙ্গী ভি পি সিংয়ের জনতা দলকে। প্রার্থী হন শ্যামল ভট্টাচার্য। যথারীতি তিনি হেরে যান। কংগ্রেসের সেই আগের বিধায়ক, যাঁর একমাত্র কাজ ছিল খবরের কাগজে নিজের ছবির ঠাঁই করে নেওয়া , সেই চোখের ডাক্তারবাবু জিতে যান। তারপর থেকে '৬৯ -এর নির্বাচন পর্যন্ত ওই আসনে কোনওদিন বামপন্থীরা হেরেছিলেন, কেন ভরা বাম বাজারেও পুরসভা কংগ্রেসের হাতে চলে গিয়েছিল, সেই গল্পগাছার ভিতরেই লুকিয়ে আছে বারকপুর শিল্পাঞ্চলে আজ দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এই দাপাদাপির রহস্য। সেদিন একাংশের বামপন্থী, যাঁদের কাছে দল নয়, দলীয় মতাদর্শ নয়, নিজেদের একমাত্র উপজীব্য, সেই তাঁদের কল্যাণে যিনি নৈহাটি পুরসভার দু-দু'বারের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, এখন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর, শোনা যাচ্ছে নিজের দলে সেরকম পাত্তা না পেয়ে নাকি তিনি সাম্প্রদায়িক শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে আছেন।

বাম আন্দোলনের এই দুর্বলতার জন্য কেবলমাত্র যে তাঁদের বড় শরিকেরদিকেই আঙুল ওঠে, তা কিন্তু নয়। যে আদর্শবাদের তাগিদে ডিমিট্রভের যে তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে ছয়ের দশকের দু-দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বপ্পকালীন সময়ে চালাবার অভিজ্ঞতার নিরিখে যাবতীয় বামপন্থী ভোট একত্রিত করে কায়েমি স্বার্থকে কোণঠাসা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা অল্প সময়ের ভিতরেই সরকার টিকিয়ে রাখাকেই সব থেকে বড় গুরুত্ব দিতে শুরু করে দেয়।

পাঁচ, ছয়, সাত, এমনকী আটের দশকেও যে গণ আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সব অংশের বামেরা নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করতেন, সেই প্রজন্মের নেতাদের প্রকৃতির নিয়মে অবলুপ্তির পর পরবর্তী প্রজন্ম আর আগের পথকে সেভাবে গুরুত্ব দিলেন না। তাঁদের কাছে হয়তো দল সরকারের থাকায় প্রশাসনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার তাগিতে দলের একটা বড় অংশের সাংগঠিক সাফল্যই বড় হয়ে দেখা দিল।

এই প্রবণতা থেকে বামফ্রন্টভুক্ত কোনও দলই বাদ গেল না বলা যেতে পারে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হুগলি জেলার আরামবাগ সন্নিহিত মুণ্ডেশ্বরী নদীর বালিখাজ নিযে বহুকাল কি স্থানীয় স্তরে নানা বিবাদ-বিসংবাদ চলে। নয়ের দশকের গোড়ায় ওই ধরনের বিবাদের জেরে সেখানকার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিণখেলা অঞ্চলের সিপিআই(এম) নেতা জয়নুল খানকে তাঁর দল বহিষ্কার করে। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সিপিআই'র তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য তাঁর দলের হুগলি জেলার তৎকালীন সম্পাদক ধীরেন দাশগুপ্তের মাধ্যমে জয়নুলকে নিজেদের দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই প্রক্রিয়াতে গীতা মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁক কার্যত জোর করেই হরিণখেলা অঞ্চলে পাঠান নন্দবাবু। হরিণখেলা সন্নিহিত ভুঁইয়ারা গ্রামে গীতা যান। সভা করেন। উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হয়। এসডিপিওর সঙ্গে দেখা করেন গীতা। একজন বাম সাংসদের সঙ্গে সেদিন এসডিপিও যথেষ্ট অমার্যাদাকর আচরণ করেন। গীতা পুলিশের এই ব্যবহারের পিছনে আরামবাগের তৎকালীন সাংসদ অনিল বসুর অঙ্গুলি হেলনের অভিযোগ করেন। এবং এই বিষয়টি ঘিরে এই সময়ে খোদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে গীতা মুখার্জির উত্তপ্ত বিবৃতি বিনিময় পর্যন্ত হয়েছিল। বামেদের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে ওই অঞ্চলে সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবেশটি বিনষ্ট হওয়ার যে পরিমণ্ডল সেদিন ওখানে তৈরি হয়েছিল, সেই হাওয়াই পরবর্তীতে ধীরে ধীরে গোটা হুগলি জেলাকে গ্রাস করে, যার জেরে বামপন্থীরা দুর্বল হতে থাকে। শক্তিশালী হয় দক্ষিণপন্থীরা। শক্তি অর্জন করতে থাকে সাম্প্রদায়িক শিবির। গন্দগোপাল ভট্টাচার্যের ভুল রাজনীতি এবং ব্যক্তি স্বার্থের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করে গীতা মুখার্জির ঐতিহ্যময় অতীতের সংগ্রাম ও কিছুটা হলেও তো প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছিল সেদিন। বেহুলার লৌহ বাসরের সেই ছিদ্র পথেই তো এক এক জায়গায় এক এক কৌশলে দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িকতা নামক কালনাগিনীর প্রবেশ ঘটেছে।

আজ বামপন্থীদের শক্তি হ্রাসের যে বিষয়টি আমরা দেখছি, যার জেরে দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ এত দাপট দেখাচ্ছে, তার সুতিকাগৃহ কিন্তু তৈরি হয়েছিল বামেদের সংসদীয় রাজনীতিতে দাপটের দিনগুলিতেই। তবে একাংশের সংবাদমাধ্যমে এই পরিস্থিতির দায় একটি বামপন্থী দলের উপর চাপাতে চাইলেও এই নিবন্ধকার তাঁদের সঙ্গে একমত নন। ছয়ের দশকে যুক্তফ্রন্ট তৈরির আগে থেকেই উত্তরবঙ্গে বাম রাজনীতির অন্যতম আইকন হয়ে উঠেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সুনীল দাশগুপ্ত। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলে বিধাসভার ভিতরে বিজয় সিং নাহারের হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নেওয়াতেই হোক, কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলনের উপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রেই হোক, সুনীল দাশগুপ্ত একটি নাম হিসেবে বিবেচিত হতেন। অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দার্জিলিং থেকে পাঙ্খাবাড়ি রোড দিয়ে ফেরার পথে সুনীল দুর্ঘনার কবলে পড়েন। সাংবাদিক বরুণ দাশগুপ্তও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সকলেই দুর্ঘটনার পর বহাল তবিয়তে থাকলেও সুনীল রহস্যজনকভাবে জখম হন, পরে পিজি হাসপাতালে মারা যান। সুনীলের মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

পরবর্তীতে সুনীলের আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁদের এক শীর্ষনেতার বিশেষ ঘনিষ্ঠকে প্রার্থী করে। তিনি দু'বার জিতলেও নয়ের সধকে সেই ব্যক্তিকে হারাতে সবথেকে সক্রিয় বূমিকা পালন করেন ওঁদেরই দলের কমল গুহ। জেতেন মিহির গোস্বামী। তিনি একন শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। কলিমুদ্দিন শামল, কমল গুহ, ছায়া, ঘোষ প্রমুখরা বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য থেকেও সার্বিক বাম ঐক্যের পক্ষের লোক কোনওদিনই ছিলেন না। মন্ত্রিসভাতে থেকে এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কীভাবে সিপিআই (এম)-কে শায়েস্তা করা যায়। এই কাজ করতে তাঁরা যাবতীয় দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াসীল শক্তিকে যেভাবে মদত দিয়ে গেছেন, আজ দক্ষিণপন্থার এই বাড়বাড়ন্তে তা নিঃসন্দেহ একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। ধরা যাক ফরওয়ার্ড ব্লকের ছায়া ঘোষের কথা। তিনি বিধায়ক থাকাকালীন একাংশের সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিধাসভার ভিতরে লাগাতার সিপিআই (এম)-কে আক্রমণ করে যেতেন। তাঁর এই ভূমিকা সেদিন যেভাবে দক্ষিণপন্থীদের উৎসাহিত করেছিল, তাই তো আজ পাল্লবিত অকার ধারণ করেছে। ছয়ের দশকের শেষের দিকে সঙ্কীর্ণতাবাদী রাজনীতিরকড়াল গ্রাস থেকে বামপন্থীকে বাচাতে মুজফফর আহমেদ বলেছিলেন, বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়।

দীর্ঘকালের সংসদীয় রাজনীতির ঘেরাটোপে ঘোরাফেরা করা বামপন্থীরা এই অঅপ্রবাক্যকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করলেও তার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে যত্নবান থেকেছেন—তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যেমন বিতর্ক আছে বামেদের ভরা বাজারে দমদম লোকসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআই (এম) প্রার্থী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরাজয় এবং সেই আসনে বিজেপি নেতা তপন সিকদারের জয় সম্পর্কে। পরিস্থিতি কতটা জটিল ছিল তা বোধা যায় জ্যোতিবাবুর মতো মানুষের সেই বিখ্যাত খেদোক্তি, মৃত্যুর আগে দমদম পুনরুদ্ধার হয়েছে, দেখে যেতে চাই---এর ভিতর দিয়ে। গোষ্ঠী রাজনীতিরজেরে সাম্প্রদায়িক শিবিরকে জিতিয়ে দেওয়া এমনটা যদি কেউ বা করা করে থাকেন,, আর যাই হোক তাঁরা বানপন্থী বা বামপন্থার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না—এই কথাটা কারওর পছন্দ হোক বা না হোক জোর গলাতে বলতেই হবে। বাজপেয়ী জমানার সাড়ে ছয় বছরে সাম্প্রদায়িকতা, দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা এ রাজ্যে তো বটেই, গোটা দেশের যেভাবে গোটা দেশে যেভাবে তৎপর ছিলেন, লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন ২০০৪ সালে বাজপেয়ীর বিদায়ের পর বাম সমর্থনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউপিএম সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে তাঁদের তেমন জোরদার ভূমিকা কিন্তু দেখা যায়নি। কাজের অধিকার, খাদ্য সুরক্ষা ইত্যাদির মতো জনকল্যাণকর আইন করতে প্রথম ইউপিএ সরকারকে বামপন্থীরাই বাধ্য করেছিলেন। প্রথম ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে শপত নেওয়ার আগে ড. মনমোহন সিং সাংবাদিক সম্মেলনে সাম্প্রদায়িকতা রুখতে কঠোর আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই আইন প্রণয়নে প্রথম ইউপিএ সরকারকে বাধ্য করতে ঘরে বাইরে চাপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খুব একটা দক্ষ পদক্ষেপ কিন্তু বামপন্থীরা দেখাতে পারেননি।

পাজপেয়ী জমানাতে গোটা দেশে দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে বামপন্থীদের খুবই ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরাতে একই সঙ্গে বামপন্থীদের পরিচালিত প্রশাসন ও গণ আন্দোলনের জেরে দক্ষিণপন্থা সেভাবে মাথা তুলতেই পারেনি। অপরপক্ষে ক্ষমতায় ফিরে আসার তাগিদে কংগ্রেস যেভাবে নরম সাম্প্রদায়িকতা ডিমে তা দিয়ে গেছে, তা আখের উগ্র সাম্প্রদায়িকদেরই শক্তি জুগিয়েছে। বামেদের সাম্প্রদায়িকথার বিরুদ্ধে বাজপেয়ীর আমলে সেই লড়াই যেন ইউপিএ'র প্রথম জমানাতেই খানিকটা ক্ষিপ্রতা হারায়। হয়তো অনেকের মনেই সেই সময়ে সংসদীয় রাজনীতিতে বামেদের অপ্রত্যাশিত ভালো ফল দেখে এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির মাজা ভেঙে গেছে। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে সাময়িক কোণঠাসা হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যে সেই সময়ে তাদের মূল চালিকা শক্তি আরএসএস এবং তার সঙ্গীসাথীদের নিবিড় সামাজিক প্রযুক্তির ভিতর দিয়ে নিজেদের সামাজিক গ্রহণযোগতার শেকড় আরও গভীরে ছড়াতে ব্যস্ত ছিল, এই চরম সত্যটি কি প্রগতিশীল শিবির অনুধাবন করতে পেরেছিল? এখানেই সবথেকে বেশি সেদিন অভাব মনে হয়েছিল কট্টর নতি পরায়ণতা অপেক্ষা বাস্তবমুখী জ্যোতিবাবুর বয়সজনিত কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অনুপস্থিতির বিষয়টি। নীতির প্রশ্নে আপস না করেও রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা ক্ষমতা ধরে রাখা এবং দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িকতাকে রোখার কৌশলের প্রশ্নে জ্যোতিবাবুর ঐতিহাসিক ভূমিকা আগামী দিনের ভারবতবর্ষেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতর সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

কৌশলী জ্যোতিবাবু আদর্শের মূলগত প্রশ্নে আপসকামী ছিলেন, এটা যদি কেউ ধরে নেন, তাহলে তিনি ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করবেন। রাজনৈতিক কৌশলের প্রশ্নে জ্যোতিবাবু তাঁর সুদর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একটি বারের জন্য দক্ষিণপন্থা বা সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের সঙ্গে আপস করেননি। তাঁর এই আপসহীন মানসিকতার জেরে সেদিন কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, গোটা ভারতবর্ষেই সাম্প্রদায়িক শক্তি অনেকখানি কোণঠাসা হতে পেরেছিল। কিন্তু তাঁর এই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার একান্তভাবে তাঁর অনুগামী বলে দাবি করা তাঁরই সতীর্থরা কতখানি বহন করতে পেরেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়।

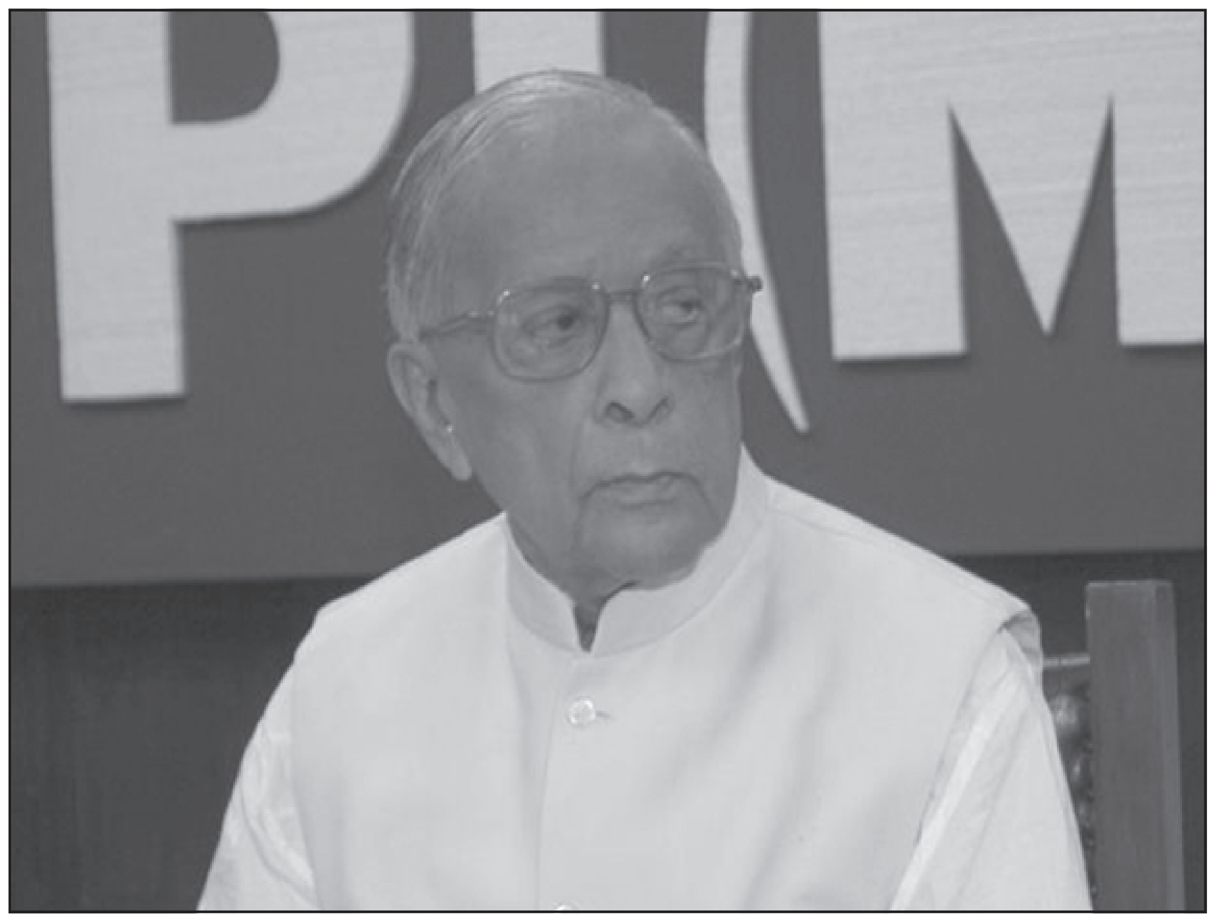

> আজ বামপন্থীদের শক্তি হ্রাসের যে বিষয়টি আমরা দেখছি, যার জেরে দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ এত দাপট দেখাচ্ছে, তার সুতিকাগৃহ কিন্তু তৈরি হয়েছিল বামেদের সংসদীয় রাজনীতিতে দাপটের দিনগুলিতেই। তবে একাংশের সংবাদমাধ্যমে এই পরিস্থিতির দায় একটি বামপন্থী দলের উপর চাপাতে চাইলেও এই নিবন্ধকার তাঁদের সঙ্গে একমত নন। ছয়ের দশকে যুক্তফ্রন্ট তৈরির আগে থেকেই উত্তরবঙ্গে বাম রাজনীতির অন্যতম আইকন হয়ে উঠেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সুনীল দাশগুপ্ত। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলে বিধাসভার ভিতরে বিজয় সিং নাহারের হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নেওয়াতেই হোক, কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলনের উপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রেই হোক, সুনীল দাশগুপ্ত একটি নাম হিসেবে বিবেচিত হতেন। অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দার্জিলিং থেকে পাঙ্খাবাড়ি রোড দিয়ে ফেরার পথে সুনীল দুর্ঘনার কবলে পড়েন। সাংবাদিক বরুণ দাশগুপ্ত ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সকলেই দুর্ঘটনার পর বহাল তবিয়তে থাকলেও সুনীল রহস্যজনকভাবে জখম হন, পরে পিজি হাসপাতালে মারা যান। সুনীলের মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার নাগিছড়ায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন বিজেপি নেতা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

কড়া পুলিশি প্রহরায় দ্বিতীয় দিন এনআইএ কোর্টে হাজিরা দিলেন মীরওয়াইজ, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের জন্য নয়াদিল্লির বিশেষ এনআইএ আদালতে হাজিরা দিলেন সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ সাহায্যের মামলায় অভিযুক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মীরওয়াইজ উমর ফারুক। প্রথম দুটি সমন উপেক্ষা করার পর সোমবার নয়াদিল্লিতে বিশেষ এনআইএ আদালতে প্রথমবার হাজিরা দিয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা এবং হুরিয়ত কনফারেন্স চেয়ারম্যান সন্ত্রাসবাদীদের অর্থসাহায্যের মামলায় অভিযুক্ত মীরওয়াইজ। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডগুলিতে অর্থায়ন, নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রমণ, স্কুলগুলিতে অগ্নিসংযোগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতি করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে দিল্লির আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। এই মামলায় অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সৈয়দ আলী শাহ গিলানীর ছেলে নাসীম গিলানীকেও মঙ্গলবার এনআইএ আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল, তবে তার তরফে এই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। পূর্বে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য এনডিএ এবং ইউপিএ নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান মীরওয়াইজ উমর ফারুক। এদিন এনআইএ আদালতে হাজিরা দেওয়ার আগে, মীরওয়াইজ মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে লেখেন, ঊ্র'এনআইএ-এর সমনের প্রেক্ষিতে আজ দিল্লিতে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য আমাদের নেতৃত্বকে নষ্ট করার যে চেষ্টা তা কিছুতেই সফল হবে না। শত হয়রানি সত্ত্বেও কাশ্মীর ইস্যুতে স্থায়ী সমাধানের জন্য হুরিয়ত তাদের লড়াই চালিয়ে যাবে। আমি মানুষের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান, শান্তিতে থাকুন এবং ধৈর্য ধরুন।ঊ্র' এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দুবার এনআইএ আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠানো হয় মীরওয়াইজ-কে। অবশেষে তৃতীয় সমন পাঠানোর পর অবশেষে সোমবার প্রথম দফায় এবং এদিন দ্বিতীয়বারের জন্য দিল্লির বিশেষ আদালতে হাজিরা দিলেন সন্ত্রাসবাদীদের অর্থসাহায্যের মামলায় অভিযুক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মীরওয়াইজ উমর ফারুক।

বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নের দিন আক্রান্ত বিজেপির সংখ্যালঘু সমর্থক

মহম্মদ বাজার, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : বীরভূমের সিউড়িতে প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের দুই বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মন্ডল ও রামপ্রসাদ দাস। সেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে মহম্মদ বাজারের ভুতুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেহিরা- ভেজেনা গ্রামের বেশ কয়েকজন বিজেপি সমর্থক এসে যোগ দেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে বিজেপি সর্মথকেরা গ্রামে ফেরার পর থেকেই চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাপা উত্তেজনা ক্রমশ ভয়ংকর সংঘর্ষের চেহারা নেয়। বিজেপি সমর্থকদের অভিযোগ, রাত্রিবেলায় তাঁরা গ্রামের একপ্রান্তে বসে ছিলেন। হঠাৎই এলাকার তৃণমূল সমর্থকরা এসে তাঁদের উপর চড়াও হন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হয় তাঁদের উপর। বিজেপি সমর্থকদের আরও অভিযোগ, শুধু ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণই নয়, বোমাবাজিও করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সিউড়ি হাসপাতালে আহত এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন দুধকুমার মন্ডল। দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে আহত হয়েছে ৬ জন বিজেপি সমর্থক। যাদের প্রত্যেককেই সোমবার রাত্রে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি আনা হয় চিকিৎসার জন্য। এই ৬ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই ওই এলাকায় তৈরি হয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি। অন্যদিকে, বিজেপি কর্মীদের উপর এই আক্রমণের কথা অস্বীকার করেছে শাসক দল। তাঁদের দাবি, নিজেদের গ্রাম্যবিবাদকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে বিজেপি। ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার রাতেই ডিএসপি ডিএনটি অভিষেক মন্ডলের নেতৃত্বে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পৌঁছে যায় সিউড়ি থানার পুলিশ বাহিনী। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুতর জখম বিজেপির কর্মীরা হলেন মাজু খান, ঈদ মহম্মদ খান, সাকীর খান এবং আমজাদ খান। এদের মধ্যে মাজু খানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। বাকি দু'জনের চিকিৎসা সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাত্রি আটটা নাগাদ বিজেপি কর্মীরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একটি মাচায় বসেছিলেন। অতর্কিতে সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের উপর হামলা করে বোমা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে। মাজু খানের পেটে ভোজালির কোপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মন্ডল সংঘর্ষে আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে সিউড়ি সদর হাসপাতালে পৌঁছে যান। সেখানেই তিনি আহত এবং আহতদের পরিবারের সাথে কথা বলেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতা সিরাজ খান ও খাদিম খানের নেতৃত্বে এই হামলা করা হয়েছে।

ভোটের প্রচারে নজর কাড়ছে ছড়া ও ব্যঙ্গচিত্র

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : ভোট মানে প্রচার। আর, প্রচারের একটা বড় অংশ ছড়া ও ছবি। এদিক থেকে বাঙালির সৃজনশীলতা দেশের অন্য অনেক অঞ্চলকেই বুঝি টেক্কা দেয়। দেওয়ালে, ফেসবুকে, লিটল ম্যাগেসর্বত্র নজর কাড়ছে প্রার্থীর প্রচার।

"এ তুমি কেমন তুমি চুরির টাকায় ফূর্তি করো / এ তুমি কেমন তুমি পুলিশ নিয়ে ধরনা করো / ক্ষমতার আগে পড়ে দু ধরণের মূর্তি ধরো /এ কেমন শাসক তুমি চোরেদেরই আড়াল করো।" দেওয়ালের এই লিখন যে কাউকে মনে করিয়ে দেবে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির কথা। পূর্ব পশ্চিম'-এ তানি ইসলাম লিখেছেন, ,"শহর কিংবা শহরতলি/ পাড়া কিংবা অলিগলি / চায়ের কাপে তুফান ওঠে / মুখে কথার ফুলকি ছোটে, / ভোট এসেছে ভোট।" সুব্রত চৌধুরী লিখেছেন, "ভোট এসেছে ভোট/ গদির লোভে ভাঙছে-গড়ছে হরেক রকম জোট।/দেশে এখন আকাল বড়ো/ ঈমানদার আর ন্যায়-নীতির,/ দেশ জুড়ে তাই চলছে দাপট হরিলুট আর দুর্নীতির।" ছড়ায় ছড়ায় ভোটের মজা। মুখে মুখে ছড়া কেটে বই-ফেরি। লোকাল ট্রেনে ,বাসে,জনসভায় দেদার বিকোচ্ছে-ভোট-ছড়া। ছড়া লিখে দিন গুজরান চুঁচুড়ার ভাই দাসের। 'চৌকিদারের সরকার আর নেই দরকার' থেকে 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'র মতো স্লোগান নজর কারছে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ। সাধারণ মানুষের নানা প্রতিক্রিয়া দেওয়ালে ছড়া, টিপ্পনি এবং ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সহজে ভোটারদের আকর্ষণ করা যায়।' তৃণমুলের দেওয়ালে কোথাও উঠে এসেছে 'বাংলার উন্নয়নের ভাণ্ডার'। সেই ভাণ্ডার থেকে উপচে পড়ছে রাজ্যের কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো উন্নয়ন কর্মসূচি। আবার কোথাও রয়েছে 'ভ্যানিস কেটলি'। তার মুখ থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। তাতে লেখা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি, রাফাল নথি-সহ ঋণখেলাপী নীরব মোদির কথা। তৃণমূলের ঘর ভেঙে অর্জুন সিংকে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বিজেপি। বারাসত কেন্দ্রের জন্য বিধাননগরের তৃণমূল মেয়র সব্যসাচী দত্তর নাম নিয়ে জল্পনা ছিল। ভোটের দেওয়ালে এই নিয়ে তৃণমূলের টিপ্পনি--- 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্টুনও।

ফের বাড়তে পারে আইআইএমের মাসুল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ফের কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের (আইআইএম) ফিজ বা মাসুল বাড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত বছর এই প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমের মাসুল ২০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হয় ২১ লক্ষ টাকা।

আগে সাধারনত তিন বছর অন্তর এই মাসুল বাড়ত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন আইআইএম আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন মাসুল বাড়াচেছ।কলকাতা আইআইএমের পরিচালন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণ কুলকার্ণি জানান, সাধারনত সমাবর্তনের দিন পরিচালন পর্ষদের বৈঠকের পরে মাসুল বাড়ানোর ঘোষণা হত। এবার বৈঠকের কার্যবিবরণীতে বিষয়টি ছিল না। ক'দিন বাদেই 'ক্যাট' (কমন অ্যাডমিশন টেস্ট)-এর ফল প্রকাশিত হবে। তাই মাসুল বাড়ালে এর আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা দরকার। সূত্রের খবর, এবার আরও ১ লক্ষ টাকা বাড়ানো হতে পারে।

আহমেদাবাদের আইআইএম সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমের মাসুল ২৪ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে করেছে ২৫ লক্ষ টাকা। এ নিয়ে উপর্যুপরি তৃতীয় বছর তারা মাসুল বৃদ্ধি করল। মুদ্রাস্ফিতী, পড়ুয়াদের সামর্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রভৃতি খতিয়ে মাসুলবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় আইআইএম। ২০১৭-র আইআইএম আইনে ডিপ্লোমার বদলে ডিগ্রি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বিদেশে ম্যানেজমেন্টে উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ারা বাড়তি সুযোগ পাবেন। উল্লেখ্য, কলকাতার আইআইএমে এ ছয়ের পাতায়

বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার একজন ভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, সঙ্কল পত্রকে খোঁচা রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): আমাদের প্রেরণা রাষ্ট্রবাদ, অন্ত্যোদয় আমাদের দর্শণ, সুশাসন আমাদের মন্ত্রঊ উনিশের লোকসভা ভোটের 'সঙ্কল পত্র' প্রকাশের পর সোমবার এমনই মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ বিজেপি এবার তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারের নাম দিয়েছে 'সঙ্কল পত্র'ঊ শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, তা রূপায়ণ করে দেখানোর সঙ্কল্পটাও করেছে বিজেপিঊ কিন্তু, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নির্বাচনী ইস্তাহারকে খোঁচা দিতে পিছপা হলেন না কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ রাহুলের মতে, একজনের ইচ্ছেয় তৈরি হয়েছে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারঊ নিজেদের ইস্তাহারের সঙ্গে বিজেপির 'সঙ্কল্প পত্র'-র তুলনা করে, মঙ্গলবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'আলোচনার মাধ্যমে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরি হয়েছেঊ এক মিলিয়নেরও বেশি ভারতীয় নাগরিকের কণ্ঠস্বর বিজ্ঞতাপূর্ণ এবং শক্তিশালীঊ' এরপরই বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারকে খোঁচা দিয়ে রাহুল লিখেছেন, 'বন্ধ কক্ষে তৈরি করা হয়েছিল বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারঊ একজন ভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, এটি স্বল্প দৃষ্টিভঙ্গির এবং অহংকারীঊ' উনিশের ভোটের নির্বাচনী ইস্তাহারে কর্মসংস্থানের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, এমনই মত কংগ্রেস নেতৃত্বেরঊ কিন্তু, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারকে 'অন্তঃসারশুন্য' ইস্তাহার বলে খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ এবার বিজেপির ইস্তাহারকেই খোঁচা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ প্রসঙ্গত, বিজেপির সঙ্কল পত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ক্ষমতায় এলে শুধু দুই হেক্টর জমি থাকা ছোট ও মাঝারি কৃষকই নয়, বরং সমস্ত কৃষককেই বছরে ছ'হাজার টাকা দেওয়া হবেঊ ছোট ও মাঝারি কৃষক এবং ছোট দোকানদারকে পেনশন দেওয়া হবে, তিন বছরের মধ্যে সকলকে পাকা বাড়ি দেওয়া হবে, কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা হবেঊ এর পাশাপাশি অসমের পর অন্য রাজ্যেও এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চালু হবেঊ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, কাশ্মীরের জন্য বিশেষ অধিকার দেওয়া সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ এ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং নাগরিকত্ব বিল চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

বরাক উপত্যকায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতে মৃত দুই মহিলা

শিলচর (অসম), ৯ এপ্রিল (হি. স.) : প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ জেলা এবং সংলগ্ন এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা এবং মঙ্গলবাবার সকালের তুফান এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাতে বহু বাড়িঘর ভূপতিত হয়েছে। বজ্রপাতে কাছাড় জেলা সদর শিলচরে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে আজ কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার মধ্যবর্তী পাঁচগ্রামে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর নির্বাচনি সমাবেশ হওয়ার কথা। কিন্তু এই খবর লেখা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় আয়োজকদের মাথায় হাত পড়েছে। আদৌ রাহুল গান্ধীর সমাবেশ সফল হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার বিকেলে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন শিলচরের কাঁঠাল রোডের বাসিন্দা সবিতারানি দাস। সবিতারানি সোমবার বিকেলে সংঘটিত ঝড়-বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ্মীপুর মহকুমার থাইলুতেও বজ্রপাতে জখম হয়েছেন মনোজিত বাউড়ি নামের বছর ৪০-এর এক ব্যক্তি। তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে। সোমবারের ঝড়ে শিলচর, বড়খলা, ছয়ের পাতায়

রাহুলের দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে, কংগ্রেস সভাপতিকে কড়া আক্রমণ স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): আগ্রাসী এবং দূরদর্শিতার কোনও ছাপ নেই, ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচনী ইস্তাহার 'সঙ্কল্প পত্র'-কে এই ভাষাতেই আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ বিজেপির 'সঙ্কল্প পত্র' প্রসঙ্গে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে রাহুলের প্রতিক্রিয়া, 'এই ইস্তাহার একজন বিচ্ছিন্ন মানুষের কণ্ঠস্বর'ঊ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধীর এই প্রতিক্রিয়ার কড়া জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানিঊ মঙ্গলবার সকালে রাহুল গান্ধীর টুইটের প্রক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'বিজেপিকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর একটু বেশিই মাথা ব্যথাঊ দেশের প্রতি তাঁর কি কোনও মনোযোগ রয়েছে?

নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দেশবাসীকে অবগত করা উচিত রাহুলেরঊ' রাহুলকে খোঁচা দিয়ে স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, 'রাহুলের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছেই, দেশবাসী জানেন আমেঠির কি অবস্থাঊ একদিকে নতুন ভারত গড়ার জন্য দক্ষ সরকার রয়েছে, অপরদিকে একজন ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করার সীমা অতিক্রম করেছেনঊ'

উনিশের ভোটের নির্বাচনী ইস্তাহারে কর্মসংস্থানের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, এমনই মত কংগ্রেস নেতৃত্বেরঊ কিন্তু, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারকে 'অন্তঃসারশুন্য' ইস্তাহার বলে খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ এবার বিজেপির ইস্তাহারকেই খোঁচা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ মঙ্গলবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'আলোচনার মাধ্যমে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরি হয়েছেঊ এক মিলিয়নেরও বেশি ভারতীয় নাগরিকের কণ্ঠস্বর বিজ্ঞতাপূর্ণ এবং শক্তিশালীঊ' এরপরই বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারকে খোঁচা দিয়ে রাহুল লিখেছেন, 'বন্ধ কক্ষে তৈরি করা হয়েছিল বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারঊ একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, এটি স্বল্প দৃষ্টিভঙ্গির এবং অহংকারী।

প্রসঙ্গত, বিজেপির সঙ্কল পত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ক্ষমতায় এলে শুধু দুই হেক্টর জমি থাকা ছোট ও মাঝারি কৃষকই নয়, বরং সমস্ত কৃষককেই বছরে ছ'হাজার টাকা দেওয়া হবেঊ ছোট ও মাঝারি কৃষক এবং ছোট দোকানদারকে পেনশন দেওয়া হবে, তিন বছরের মধ্যে সকলকে পাকা বাড়ি দেওয়া হবে, কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা হবেঊ এর পাশাপাশি অসমের পর অন্য রাজ্যেও এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চালু হবেঊ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, কাশ্মীরের জন্য বিশেষ অধিকার দেওয়া সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ এ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং নাগরিকত্ব বিল চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

ঝাড়গ্রামে রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিল বাসিন্দারা

ঝাড়গ্রাম, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : খাতায় কলমে পিচ রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পিচের লেশমাত্র পড়েনি। আগে যে মোরাম ছিল এখনও সেই মোরাম রাস্তায় রয়ে গিয়েছে। তাই এবারে পিচ রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিল বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা গ্রামের রাস্তা পাকা হওয়ার কথা থাকলেও সেই রাস্তা হয়নি।অথচ কাজকে কলমে রাস্তার হয়ে যাওয়া দেখানো হয়েছে।এই অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। ইতিমধ্যে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা গ্রামের বিভিন্ন জয়াগায় পোস্টার সাঁটিয়েছে।আর এই ঘটনা বিনপুর দুই ব্লক তথা বেলপাহড়ির ভেদাকুই গ্রামে।গ্রামবাসীরা এর আগেও তাদের গ্রামের রাস্তাটি পাকা করার জন্য প্রশাসনিক বিভিন্ন মহলে জানিয়েছেন। বেলপাহাড়ির বিডিওকেও লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ কোন কাজ হয়নি।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ বিগত চার বছর আগে শিলদা থেকে ভেদাকুই গ্রাম পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তার কাজ হওয়ার ছিল।কিন্তু সেই রাস্তা না হয়ে রাস্তাটি শিলদা থেকে সিমলি হয়ে বেলপাহাড়ি পর্যন্ত করা হয়ে।রাস্তাটি ৮.১৫ কিমি হওয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়েছে ৭.৫ কিমি।৬৫০ মিটার কম করা হয়েছে।গ্রামবাসীদের বক্তব্য ওই ৬৫০ মিটার রাস্তা করলে তাদের গ্রাম ভেদকুই বঞ্চিত হত না। কিন্তু তা করা হয়নি।

গ্রামবাসীদের আরও বক্তব্য খাতায় কলমে রাস্তার কাজ সম্পন্ন হওয়া দেখানো হয়েছে।ফলে তাদের গ্রামের রাস্তার কাজ আদৌ আর হবে না মনে করছেন তারা।বেলপাহাড়ি অঞ্চলের ভেদাকুই বুথটিতে প্রায় পাঁচশো ভোটার রয়েছে। গ্রামের বাসিন্দারা দাবি করেছেন প্রশাসনিক মহলে বারেবারে রাস্তাটি পিচ করার দাবি জানানো হলেও কাজ হয়নি।গ্রামের এই রাস্তাটি বার্ষাকালে একেবারে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়।সামান্য বর্ষাতেও জল দাঁড়িয়ে যায়।গ্রামের পড়ুয়াসহ সকলেই দরুন সমস্যায় পড়েন।

ভেদাকুই গ্রামের বাসিন্দা কল্যান মাহাতো, মোহিত মাহাতো সহ অন্যান্য গ্রামবাসীরা বলেন " আমরা গ্রামের রাস্তাটির জন্য বারেবারে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।কোন কাজ হয়নি।সরকারি খাতায় কলমে দেখানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ভেদাকুই গ্রামের রাস্তার কাজ হয়েছে।কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। শিলদা থেকে বেলপাহাড়ি পর্যন্ত করা হয়েছে।তাই এবার এই রাস্তার দাবিতে আমরা গ্রামবাসীরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছি।"এই বিষয়ে বেলপাহাড়ির বিডিও বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন" ওনারা আমাকে জানিয়েছেন।আমরা দেখছি।কিছু একটা সমাধানের রাস্তা খোঁজ হবে।

গুরুতর জখম মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মৃত্যু সিকিউরিটি অফিসারের

শ্রীনগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় গুরুতর জখম হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) ঘনিষ্ঠ একজন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টঊ পেশায় মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দ্রকান্ত শর্মা কিশত্বর-এর জেলা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেনঊ গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে জেলা হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছেঊ চন্দ্রকান্তবাবু প্রাণে বাঁচলেও, সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার (পিএসও)-এরঊ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদী হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন কিশত্বর জেলা হাসপাতালে কর্মরত মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দ্রকান্ত শর্মাঊ তাঁকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ তবে, সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার প্রচারের শেষ দিনে র‍্যালী নিয়ে ভোট টানতে ময়দানে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী সুবল ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তেলের বিভিন্ন উৎসগুলি

তেল, আমরা সবাই জানি, ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় খাদ্য। এতে তাকে গ্লিসারল আর বিভিন্ন ফ্যাট আসিডের মিশ্রণ। দেহের পুষ্টির জন্য ফ্যাট কিছু পারিমাণে খেতেই হবে। ১ গ্রাম ফ্যাট থেকে শক্তি মেলে ৯ ক্যালোরির মতো, যা সময়পরিমাণ প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রাপ্ত শক্তি তথা ক্যালেরির ঠিক দ্রিগুণ। দু'দনের উৎস থেকে ফ্যাট পাওয়া যায়।

প্রাণিজ উৎস

ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি। এগুলোতে এসেনসিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কম থাকে। আর প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন, 'এ', 'ডি' এবং ক্যালসিয়াম।

উদ্ভিজ উৎস

সর্ষের তেল, বাদামজলপাই তেল, তিল তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল, নারকেল তেল—এক কথায় সব ভোজ্য তেলই উদ্ভিজ উৎসের। এতে নানা ধরনের এসেনসিয়াল ফ্যাইট অ্যাসিড থাকে বলে গুণগত মানরে দিক থেকে প্রাণিজ ফ্যাট থেকে এরা উন্ন তমানের। তেল-চর্বি থেকে আমরা পাই ভিটামিন, 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে'।

কতটুকু খাব

ফ্যাট খাওয়া নিয়ে আমরা সবূাই কম বেশি আতঙ্কে ভুগি। ভাবি এই বুঝি তেল-ঘি খাওয়া হয়ে গেল, না জানি কী শরীর খারাপ হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী (বা নির্দেশিকা অনুযায়ী) আমাদের প্রতিদিন যে পরিমাণ শক্তি বা ক্যালোরি প্রয়োজন তারা পনোরা থেকে তেত্রিশ শতাংশ সংগ্রন্হ করা উটিত ফ্যাটজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ তেল-চর্বি থেকে, গড়ে যায ২৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

তেল-চর্বি নিযে আমাদের জ্ঞান গম্যি ভীষণ কম। আমরা জানিই না যে কত উপকারে গালেকরা ক্রিতমগুলো ছেলদের ত্বকে কোন কার্যক্র প্রভাব ফেলতে পারনো। স্বভাতবই ছেলেচের ত্বকে সমস্যা কম হয়। কিন্তু সমস্যা কম বলে সমাধানে মেয়েদের প্রসাধনীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিত্যনতুন আবিষ্কৃত ছেলেদের প্রসাধনী ব্যবহার করুন। এরা। শক্তি বা ক্যালোরির কথা তো বলা কহল, এছাড়া ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে', আমাদের দেহের নানা কাজে লাগে। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে, বিপদে- আপদে শক্তির জোগান দিতে, খাবারকে সুস্বাদু করতে, শরীরের ভিতর নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বস্থ্যানে দরে রাখতে এবং দেহের গঠন নিয়ন্ত্রণে ফ্যাটজাতীয় খাদ্য আমাদের অবশ্যই দরপকরা।

কেন বেশি খাব না

আবার অতিরিক্ত ফ্যাট শরীরের পক্ষে ভালো না। রক্তে কোলেসেচটরল নামে মোমের মতো একরমের পর্দার্থ থাকে যায়। রক্তনালিতে পলির মতো, স্তর পড়ে রক্ত চলাচল বাধার সুস্টি হয়, রক্তনালি শীর্ণ হয়ে যায়, অবরুদ্ধ হয়ে যায়য রক্তনাণির রারা অসুখ এবং হৃদরোগ দেখা দেয়। অতিরিক্ত ফ্যাট থেকে দেহের ওজন বাড়ে, হার্ট ও ব্লাডপ্রেশারজিনিকত নানা রোগ দেখা দিতে পারে। রেক টাল প্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সারের সহেগওক প্রকক্ষেভাবে অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের যোগসূত্র খুঁঝে পেয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।

কী থাকে তেলে

তেল বা চর্বিতেথাকে থ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল।ক ফ্যাটি অ্যাসিড আসলে সৃঙ্খলাবদ্ধ কতগুলি কার্বণের অণউ দিয়ে তৈরি। যে সব ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বর্ণ চেন একটি বন্ড। দ্বারা যুক্ত তাদের বলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বা যেমন পামিটিটক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড ইত্যাদি। আর যে সব ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বর্ণ টেন আরেকটি সঙ্গে দুটি বন্ড দ্বারা যুক্ত তাদের মনোআনস্যাচুরেটেড প্যাটি অ্যাসিড বা বলা হয়, যেমন ওলিক অ্যাসিড। বলা হয়, যেমন ওলিক অ্যাসিড। এই ডাব্‌ল বন্ড একাধিক হলে তাকে কবলে পলিআনস্যাচুরেটেযড ফ্যাটি অ্যাসিড বা রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়, এবং তা কমায়। এবং এই কথাগপলি এখন অনেক ভোজ্যতেলের বিজ্ঞাপনে সারসরি দেখানো হয়। সিলোলিক এবং সিলোলিনিক ফ্যাটি অ্যাসিড- দুটিই অসংপৃক্ত বা অ্যানমস্যাচুটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, দেহের পক্ষে যা অপরিহার্য, অথচ এগুলি দেহে সংশ্লোষিত হয় না, এদের বলে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। শিশুদের প্রতিদিন ৩ গ্রাম, বয়স্কদের ৫-৬গ্রাম, বাভী মায়েদের ৫-৭ গ্রাম, স্তন্যদায়ী মহিলাদের ৯ গ্রাম এটি প্রয়োজন। রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে এসেনশিয়াল ফ্যাীটি অ্যাসিডের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। অসংপৃপ্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড আমাদের দেহের হৃদধমনীর প্রসারণ ঘটায়, রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করে, যে কারণে হ্যার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ ভোজ্য তেলে এই ফ্যাটি অ্যাসিডটি থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে লিনোলিক এবং অ্যারাকিনয়ডিক অ্যাসিড অসংপৃপক ফ্যাটি অ্যাসিড হওয়া সত্ত্বেও গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতরিক্ত পরিমাণে তাকলে এরা রক্ত কোলেস্টেরল বাড়ায়, হৃদ্‌ধমনীর হৃদ্‌ধমনীর সঙ্কোচন বাড়ায়, রক্ত জমাট বাঁধাতে পারে। আমাদের ভোজ্য তেলে এই লিনোলিক এবং অন্যান্য অ্যাসিডগুলির মধ্যে সমতা থাকলে এই ধরনের বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

তেল খাওয়ার ভালো-মন্দ

অন্যান্য কাদ্য উপাদানের মতো তেলেরও ভালো-মন্দ দুটি দিক আছে। ভালোর পাল্লা ভারি হলে আমরা তাকে গ্রহণ করি। মিলিয়ে মিশিয়ে খেলে সব তেলই ভালো। তাছাড়া আগে যেমন হিসেবে করে দেখা হল, তেল আমরা খুব কম পরিমাণেই খাই আর তা নিয়ে বেশি দুষিইচন্তা না করাই ভালো। তবে তেলে ভেজাল থাকলে সমূহ বিপদ। যাঁরা হার্টের রোগীা, হাই কোলেস্টেরলের রোগী, তাঁরা যুক্ত ঘি, মাখন, নারকেল তেল, বনস্পতি খুব কম পরিমাণে খাবেন। বেশি যাবেন আনস্যাচুরেটেড ফ্যটি অ্যাসিড যুক্ত তেল, যাদের মধ্যে সর্ষের তেলের স্থান এখন এক নম্বরে, ক অবিশ্যবাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি। সর্রে তেলের দাম অন্যান্য বোঝ্য তেলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম, সহজলভ্য এবং সবচাইতে বেশি পুষ্টিকরপ। এতে প্রায় ৯০ শাতংশ আছেষ যার আবার ৯ শাংশতই হল লিনোলিনিক ওসৈিড যা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। অথচ যে সূর্যমুখীর তেল নিয়ে আমাদের এক বাড়াবাড়ি তাতে এটা থাকে সর্ষের তেলের চারগুণ অর্থাৎ ৫২ শতাংশ, কুসুমবীজের তেলে বেছে নিন,ক বিজ্ঞাপনী প্রচারে প্রলুব্ধ হয়ে- গাঁটের কড়ি বেশি খরচা করে, আজ এই তেল কতাল ওই তেল কিনে হৃদরোগ ডেকে আনবেন, নাকি আদি ও অকৃত্মি টাখের ঘানিতে প্রস্তুত খাঁটি সর্ষের তেলের ওপরেই ভরসা করবেন। এছাড়া হৃদরোগে প্রতিরোধকীর লিনোলেনিক অ্যাসিড সূর্যমুখী এবং কুসুমবীজের তেলে প্রায় নেই-ই। আর আলফা লিনোলিক অ্যাসিড তো এক্কেবারেই নেই। কাজেই সুস্থ বা অসুস্থ যে কেউ নিশ্চিন্তে সর্ষের তেল খান, দিনে ৫ থেকে ১০ চা-চামত রান্নায় বেং পাতে মিলিয়ে।

সন্তান বেড়ে উঠুক সুন্দর মানসিকতায়

শিশুর ইতিবাচক মানসিকতা তৈরিতে তার সঙ্গে ইতিবাচক আচরণ করা প্রয়োজন।

অর্থনীতি কলেজের শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুমানা বাসার বলেন, "মানুষের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক গুণাগুণ রয়েছে। একইভাবে যে গুণ যত বেশি চর্চা করা হবে সেটাই বেশি প্রকাশ পাবে। তাই যতটা সম্ভব শিশুকে ইতিবাচক আচরণ ও আদর্শের মাধ্যমে বড় করার চেষ্টা করতে হবে।"

ছোট থেকে শিশুদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয় ওরা ঠিক একই আচরণগুলো শেখে এবং ভবিষ্যত জীবনে তার প্রভাব প্রকাশ পায়। তাই শিশুদের সঙ্গে সুন্দর ভাবে কথা বলতে হবে, ওদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে। শিশুদের সঙ্গে সবসময় রাগারাগি কারলে বা বকা দিয়ে কথা বললে ওদেরও মনও বিষিয়ে যায়, মেজাজ খিটমিটে হয় এবং অতিরিক্ত শাসনের ফলে সন্তান অবাধ্য হয়ে যায়, জানান তিনি। শিশুর ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে তার সঙ্গে নেতিবাচক আচরণ বন্ধ করতে হবে। যতটা সম্ভব শিশুর সঙ্গে না শব্দটি কম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন রুমানা বাসার। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন -

"ধরা যাক, আপনার বসার ঘরে মূল্যবান ও পছন্দের কোনো সামগ্রী রয়েছে, হতে পারে তা কোনো ফুলদানি বা ঘর সাজানোর যেকোনো কিছু। আপনার সন্তান যদি বসার ঘরে এসে বল খেলতে চায় বা ছুটাছুটি করে তাহলে তা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুকে থামানোর জন্য নিষেধা না করে বরং তাকে বারান্দা, ছাদ বা মাঠে খেলতে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারেন। তেতে সে বেশি আকর্ষণ অনুভব করবে।"

অনেক সময় বাসায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলার সময় শিশুরা বিরক্ত করতে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে আপনি খেলাধূলা করার বা টেলিভিশনে তার পছন্দের কার্টুন বা যে কোনো গেইম খেলার পরামর্শ দিতে পারেন। অর্থাৎ শিশু কোনো একটা কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইলে তাকে অপেক্ষাকৃত আরও ভালো কোনো উপায় দেখাতে হবে। তবে কিছু কাজ যার কোনো বিকল্প উপায় হয় না যেমন -শিশু যদি বৈদ্যুতিক সকেটে হাত দিতে চায় এবং তাকে অন্য কোনো পথ দেখানোর পরও যদি তার ওইদিকে আগ্রহ না কমে তাহলে তাকে এর অসুবিধা সম্পর্কে' জানাতে হবে। কৌশলের মাধ্যমে তার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিতে হবে। ক্ষেত্রে তাকে বোঝানো যেতে পারে, যদি সে সকেটে হাত দেয় তাহলে তার হাতের কতটা ক্ষতি হবে, তার হাত দেখে অন্য বন্ধুরা হাসাহাসি করবে, অথবা কেউ তাকে কোনো উপহার দিলে সে তা ভালোভাবে হাতে নিতে পারবে না - ইত্যাদি। শিশুদের অপমানবোধ অনেক বেশি। তাদের এই আত্মসম্মানবোধকে বড়দেরও সম্মান করতে হবে। ছোট থেকেই শিশুর মানসিক যত্ন নেওয়া হলে সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। শিশুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে অযথা রাগারাগি করলে অথবা তার সব কাজেই না শব্দটি ব্যবহার করলে শিশু ছোট থেকেই নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে বড় হয়ে উঠে। যার তার পরবর্তী জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। রুমানা বাসার বলেন, "শিশুর সঙ্গে যতটা সম্ভব ইতিবাচক আচরণ করন। তার গায়ে হাত তুলবেন না, শাসনের নামে শিশুকে আঘাত করবেন না বা ভয় দেখাবেন না। এতে করে শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।"

গরম দিনে শরীরের জন্য কোন ফলের কী গুণ হতে পারে

গরমে কালে বিভিন্ন ধরনের ফলের পুষ্টি শরীরের পক্ষে খুব ভাল। ফলের রস শরীরের আদ্রতা বজায় রাখে।

ফুটি

গরমের আদর্শ ফল ফুটি বা মাস্ক মেলন। ভিটামিন-'এ', ভিটামিন-সি পটাশিয়াম ক্যালশিয়াম, ফাইবার, ময়েশ্চার ও লং রেঞ্জের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই ফলটি একদিকে যেমন প্রখর গ্রীষ্মের আদর্শ ফল, অন্যদিকে তেমন বিভিড়ন অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধ ও প্রতিকারও সিদ্ধহস্ত।

রাতকানা রোগ ঃ—

উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন-এ এবং জিজ্যানথিন জাতীয় অ্যান্টি অক্সিড্যান্টচ সমৃদ্ধ ফুটি রাতকানা রোগ প্রতিহত করে এবং দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। চোকেড নানা সংক্রমণ দূর করতেও ফুটি বেশ ভালো।

সংক্রামক অসুখ —

বিভিন্ন ধরনের ভারিল ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ জনিক জ্বর-জারি, পেট খারাপ, সর্দিকাশি, গলা ব্যাথা ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলায় ভিটামিন-সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই ফল বেশ কার্যকারী।

কার্ডিওভাস্কু লার ডিজিজ ঃ—

লো সোডিয়াম, হাই পটাশিয়াম, ফাইবার ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস সমৃদ্ধ ফুটি হৃদরোগীদের জন্য আদর্শ।

কিডনি স্টোন -

উচ্চ পাটাশিয়ামযুক্ত হওয়ায় কিডনি স্টোনের আশঙ্কা কমায়।

কনস্টিপেশান — হাই ফাইবারযুক্ত ফুটি মরসুমে নিয়মিত খাওয়া গেলে কোশ্ঠাবদ্ধাতার সমস্যা অনেক কম থাকে।

অ্যানিমিয়া —

ভিটামিন সি ও ফোলিক অ্যাসিড বেশ উল্লেখখাগ্যে পরিমাণে থাকায় অ্যানিমিক রোগীর নিয়মিত ফুটি খেতে পারলে উপকৃত হবেন।

অস্টিওপোরেসিস—

বয়সজনিক হাড়ের ক্ষয় রোঝ করতে সাহায্য করে ফুটি।

ক্যানসার —

বিটা ক্যারোটিন, লিউ টিন, জিজ্যানথিন, ক্রিস্পেজ্যনথির ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এই ফল দেহ থেকে সিংগলেট অক্সিস-ফ্রি র‍্যাডিয়ালসেক নিস্ত্রান্ত করায় ব্রেস্ট, লাং, প্যাংক্রিয়াস, সার্বিকাল ইত্যাদি স্থানের ক্যানসর দমনে সাহায্য করে।

ওবেসিটি —

লো-ক্যালোরি ও হাইফাইবারযুক্ত এই ফল ডায়েটারদের জন্যে আদর্শ।

ধূমপায়ীদের জন্যে আদর্শ ঃ—

নিকোটিনের প্রভাবে ধূমপায়ীদের শরীরে ভিটামিন-সি এ মাত্রা কমে যায়। মরশুমে নিয়মিত তাজা ফুটি খেতে পারলে ফতিগ্রস্ত ভিটামিন-সি এরমাত্রা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হয়।

আতা

সীতাফল, শরিফা বা কাস্টার্ড অ্যাপেল— অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর, এই ফল ফাইবার, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-সি ক্যালশিয়াম, ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় বিবিন্ন অসুখবিসুখ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সাহায্য করে।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ইত্যাদি। যদিও আতা ঠিক গরমের ফল নয়, তবু ওর অনেক গুণাগুণ আছে।

শসা

এই তীব্র গরমে পিপাসা ও ক্লান্তি দূর করে শরীর ও মনকে শান্ত, শীতল রাখতে শসার কোমনও বিকল্প নেই। জল, ফাইবার, বি ভিটামিনস, ক্যালশিযাম, ম্যাগনেশিয়াম, জিংক এ বিভিন্ন পলিফেনলস সমৃদ্ধ শসায় ক্যালোরি ও শর্করামাত্রা কম হওয়ায় ডায়াবেটিক ও ওবেসরাও স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন। বৈজ্ঞানিক নাম ডায়াবেটিক ও ওয়েসরাও স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

দেহে জল ও ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স --- ময়েশ্চার ও ইলেকট্রোলাইস সমদদ্ধ এই ফল দ্রুত দেহকে রিপহাইড্রেট করে এবং ইলেকট্রোইট ইমব্যালেন্স দূর করে।

ওবেসিটি ঃ—

লো ক্যালোরি, হাই ফাইবার এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ এই ফল ছাড়া ঢায়েটারদের ডায়েট চার্ট সম্পূর্ণ হয় না। ডায়াবেটিস —কোলেস্টেরল বিহীন এবং ফাইবারযুক্ত এই ফলে এক বিশেষ ধরনের প্ল্যান্ট হরমোন থাকে যা প্যাংক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন রক্ষণে সহায়তা করায় টাইপ টু ডায়াবেটিসে উপকারী।

.উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ ঃ—

উচ্চ রক্তচাপ এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে আক্রান্ত মানুষজন নিয়মিত ডায়েটে অন্তত ১০০ গ্রাম ওজনের একটা শসা রাখুন। আর্থ্রাইটিস- শসা সিলিকন সমৃদ্ধ হওয়ায় অস্থির সংযোগস্থলে কার্টিলেজ মেরপামতিতে সাহায্য করে। রক্তের উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা কমাতে শসারসাকসিনিক ও ম্যালিক অ্যাসিড বেশ হিতকর।

হ্যাংওভার —

সকালে উঠে হ্যাংওভার, বমিভাব, ক্লান্তি ও মাখথাব্যাখার মতো সমস্যা এড়াতে চাইলে রাতে শোওয়ার আগে কয়েক স্লাইস কচি শসা খেয়ে দেখতে পারেন।

ভাইইউরেটিক --- শসা মূত্র নিস্কাশনের মাত্রা বাড়ায়।

হজম সংক্রান্ত সমস্যা --- অ্যাসিডিটি,গলা বুক জ্বালা বমিভাব, কনস্টিপেশান ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা কমাতে শসার রস দারুণ উপকারী। শসা খুব ভালো ডিটক্রিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

.মাড়ি থেকে রক্ত পড়া ঃ—

দাঁত ও মাড়ির অসুখে শসা বেশ ভালো কাজ দেয়। নিয়মিত শসা সেবনে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ দূর হয়।

ক্যানসার —

শসার তিন ধরেনের লিগনান, বিভিন্ন স্থানের ক্যানসারের আশঙ্কা কমায়।

ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা

একসঙ্গে অনেক বেশি তরমুজ খাওয়া হলে এর অতি উচ্চ মাত্রার লাইকোপিন ও পটাশিয়ামের প্রভাবে বমিভাব, দবহজম, ইরেগুলার হার্টবিট, লো ব্লাডপ্রেশার, হাইপ্রোগ্লাইসেমিয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ আম, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে বা লিচু খাওয়া হলে পেট ব্যাখা, বমি হজমের গোলমাল, ডায়েরিয়া অম্বল ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও বাড়তে পারে ব্লাড সুগারের মাত্রা।

শসার ওপরের খোসাতেই থাকে যাবতীয় ভিটামিন-সি ও বায়োফ্ল্যাভোনয়েডস। তাই চকি শসা খোসা সহ খান। গরমের পিপসা মেটাতে জলের বদলে ফলের রস খেতে থাকলে ওজন তো বাড়বেই। পাশাপাশি হামলা হতে পারে হাজারো সমস্যার।

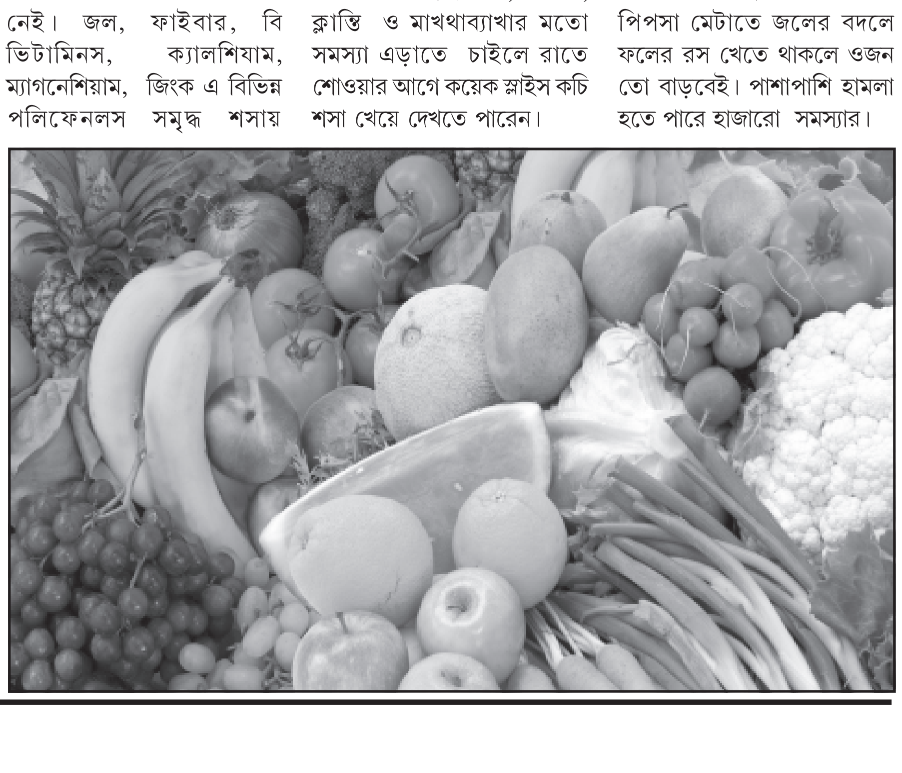

কুসকুস উইথ মিট কারি

উত্তর আফ্রিকার এই খাবারের রেসিপি দিয়েছেন।

মিট কারি রান্না

উপকরণ ঃ অলিভ অয়েল বা তেল ৩ টেবিল চামচ মাঝারি মাপে কেটে নেওয়া মুরগি ২ কাপ বা ৫০০ গ্রত্রাম। পেঁয়াজকুচি ১ কাপ। গোলামরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ। মরিচগুঁড়া ১ চা চামচ। হলুদগুঁড়া আধা চা চামচ। টমেটো পেস্ট ৩ টেবিল চামচ। চিলি পেস্ট অথবা হারিসা আধা টেবিল চামচ। জল ৫ কাপ (মুরগি হলে ৩ কাপ)। চিকেন কিউব ২টি (বাজারে পাবেন)। ২টি গাজর চৌকো করে কাটা। ২টি আলু ছিলে চৌকে করে কেটে নেওয়া। ভিজিয়ে রাখা (৪-৫ ঘন্টা) পাটনাই ছোলা ১ কাপ। আস্ত কাঁচামরিচ ৩-৪টি। লবণ স্বাদ মতো।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, মরিচগুঁড়া, হলুদগাঁড়া ও হারিসা দিয়ে মাখিয়ে রাখুন (চাইলে এক ঘন্টা রেকে দিতে পারেন। কেটি বড় হাঁড়িতে তলে গরম করে পেঁয়াজকুঁচি ছেড়ে দিন। এক মিনিট হালকা ভেজে এতে মাখানো মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে কষিয়ে নিন ১০-১৫ মিনিট (প্রয়োজনে সামান্য জল দিন)। মাংসে টমেটো পেস্ট দিয়ে আরও দুই মিনিট কষিয়ে নিন। এবার মাংসে ৫ কাপ জল ও চিকে কিউব দুইটি দিয়ে ফুটিয়ে, মাংসের হাঁড়ি মাঝারি আঁচে এক ঘন্টা (মুরগি হলে ২০ মিনিট) ঢেকে রান্না করুন, (মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত)। তারপর এতে কেটে রাখা আলু, গাজর ও ভিজিয়ে রাখা ছোলা দিয়ে আরও ১০ থেকে ১৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। কাঁচামরিচ দিন, লবণ চেখে দেখুন, লাগলে দিন। অল্প আঁচে চুলায় লাগলে দিন।

কুসকুস রান্না

উপকরণ ঃ কুসকুস ২ কাপ (রাজধানীর ডিসিসি মার্কেটে প্যাকেটজাত অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য সুপার শপগুলোতে পেতে পারেন।) অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ। জল ২ কাপ এবং ১ টেবিল চামচ মাংসের ঝোল। লবণ ১ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ একটি ছোট সস প্যানে অলিভ অয়েল, দুই কাপ জল ও মাংসের ঝোল একত্রে বেশি াঁচে ফোটান। ভালোভাবে ফুটে উঠলে চুলা থেকে নামিয়ে এতে লবণ ও খুসখুস ঢেলে চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিন। সসপ্যান ঢেকে ভারি কিছু দিয়ে চাপা দিন। ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ঢাকনা তুলে দেখুন কুসকুসের দানা এখনও শক্ত রয়ে গেছে কিনা। থাকলে আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। কুসকুস সিদ্ধ হয়ে গেলে কাঁটাচামচ দিয়ে ধীরে ধীরে দানাগুলো ছাড়িয়ে দিন। গরম কুসকুসের ওপর আঁচে থাকা মিট কারি ঢেলে দিন। দুই মিনিট ঢেকে রেখে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের এই খাবার।

আসানসোলে প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত সিপিআইএম প্রার্থী, উত্তেজনা

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.): প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত হলেন পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল লোকসভার সিপিআইএম প্রার্থী গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। রাস্তা ফেলে তাকে ও তার সহকর্মীদের পেটানো হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল শিল্পাঞ্চল জুড়ে আসানসোলজুড়ে থানা ঘেরাও ও রাস্ত অবরোধ করল সিপিএমকর্মী সমর্থকরা।

ঘটনায় জানা গেছে, মঙ্গলবার আসানসোল বারাবনি কেন্দ্রের মদনপুর গ্রামে ''ডোর-টু-ডোর'' ভোট প্রচার করছিলেন সিপিএম প্রার্থী গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। আক্রান্ত গৌরাঙ্গবাবু জানান,ঃ্র' মদনপুর গ্রামে প্রচার সেরে গাড়ীতে উঠেছি। আচমকা একদল তৃণমূলকর্মী সমর্থক আমাদের কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। জেলা নেতা মনোজ দত্তকে মারধর শুরু করে। সেটা দেখে গাড়ি থেকে নেমে যায়। তখন আমার ওপর চাড়াও হয়। রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারাবনি থানার পুলিশ। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আসানসোলের বিভিন্ন থানায় ঘেরাও করে সিপিএমকর্মীরা।

অন্ডাল থানায় বিক্ষোভরত সিপিএম নেতা প্রবীর মন্ডল জানান ,ঃ্র' পরিকল্পিতভাবে আমাদের প্রার্থীর ওপর হামলা চালায়। এবং পুলিশের সামনে মারধর করা হয়। তাই ওই থানার ওসি ও আসানসোল-দুর্গাপুরে পদস্থ পুলিশকর্তাদের অপসারনের দাবী জানাচ্ছি।ঃ্র' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূলের জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন জানান,ঃ্র' সিপিএম মাঠে ময়দানে নেই। প্রচারে আসার জন্য এসব নাটক করছে। ঘটনায় তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়।ঃ্র' হিন্দুস্থান সমাচার /জয়দেব

'হারানো প্রাপ্তি'-র হাত ধরে প্রথমবার সোহমের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন তনুশ্রী

কলকতা, ৯ এপ্রিল (হি.স) : ধর্ষণের শিকার হয়েছে একটি মেয়ে ঊ কিন্তু ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আইনকে ফাঁকি দিয়ে শাস্তি পাচ্ছে না ঊ কিন্তু তারা কেন শাস্তি পাবেনা, সেই কেনও-র উত্তর নিয়ে এবার হাজির হলেন পরিচালক রাজা চন্দঊ ধর্ষণের শিকার এ রকম এক মেয়ের কাহিনিই এবার ফুটে উঠবে পরিচালক রাজা চন্দের ছবির গল্পঊ সামাজিক ইস্যুর উপর আলোকপাত করে পরিচালক রাজার নতুন ছবি 'হারানো প্রাপ্তি'। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা হয়েছে 'হারানো প্রাপ্তি'র গল্প। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্তর। ছবিতে দেখা যাবে সোহম চক্রবর্তী, পায়েল সরকার এবং তনুশ্রী চক্রবর্তী ,অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ দাস এবং মধুমিতা চক্রবর্তীকে। এই প্রথমবার অভিনেতা সোহমের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন তনুশ্রী।

ছবির প্রধান চরিত্রের নাম মায়া। আর এই চরিত্রে দেখা যাবে তনুশ্রী চক্রবর্তীকে। মায়ার সঙ্কটে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে মৈনাক নামের একটি ছেলে। যে কিনা মায়াকে উদ্ধার করে প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে। মৈনাকের ভূমিকায় থাকছেন সোহম। পায়েলকে দেখা যাবে মৈনাকের প্রেমিকার ভূমিকায় চরিত্রে। যার নাম নম্রতা। এক কথায় কঠোর বাস্তবের এক চিত্র ফুটে উঠবে পরিচালক রাজা চন্দর ফ্রেমে।

ছবির প্রসঙ্গে পরিচালক জানান, 'সংবাদপত্রে প্রায় রোজই ধর্ষণের খবর নজরে আসে আমাদের। আর এই বিষয়টার উপর আলোকপাত করেই সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছি আমার ছবির মধ্যে দিয়ে'। অভিনেতা সোহম বলেন, 'শুধুমাত্র কমেডি ছবিতেই নয়, এর আগেও রাজাদার সঙ্গে বেশ কটা সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে ছবি করেছি। তবে, এই গল্পটা বেশ আলাদা এবং দারুণ একটা গল্প। এখানে দেখা যাবে কীভাবে আইনের ফাঁক গলে শাস্তি না পেয়ে দোষীরা পালিয়ে যায়'ঊ

অভিনেত্রী তনুশ্রীর কথায়, 'ছবির মেকিং বেশ স্মার্ট। এক কর্মরতা শহুরে মেয়ের চরিত্রে দেখা যাবে আমাকে। যার নৈতিক বোধও সাংঘাতিক। সবমিলিয়ে আমার চরিত্রে মধ্যে অনেক রঙ রয়েছে'ঊ

বুদবুদে বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, আহত ২

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের জাঁহাপুর গ্রাম। দেওয়াল লিখনে বিজপিকর্মীদের বাধা ও মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জখম হয়েছে ২ বিজেপিকর্মী। আহতরা মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়ন।

ঘটনায় জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে দেওয়াল লিখন নিয়ে চাপা উত্তেজনা ছিল বুদবুদের জাঁহাপুর গ্রাম। বেলা গড়াতেই উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। আক্রান্ত বিজেপির ওই অঞ্চলের বিজেপির সাধারন সম্পাদক বিকাশ ঘোষ ও মনোজ চৌধুরী জানান,ঃ্র' নিজস্ব সাধারন দেওয়াল। সেখানে সকাল থেকে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে লিখছিলাম। সকালে নানাভাবে হুমকি দেয় তৃণমূলকর্মীরা। বিষয়টি ব্লক নির্বাচন আধিকারিকের কাছে জানানো হয়। তাঁর কয়েকঘন্টা পর দেওয়াল লিখন শুরু করতে আচমকা একদল তৃণমূলকর্মী চড়াও হয়। এলোপাথাড়ী মারধর শুরু করে। মোটরবাইক ভেঙে দেয়।ঃ্র' ঘটনায় দুজনই গুরুতর জখম হয়। ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার পুলিশ। আহতদের মানকর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয় বিজপি জেলা সম্পাদক রমন শর্মা জানান,ঃ্র' গোটা এলাকাটি স্পর্শকাতর। কয়েকদিন আগেই এলাকায় কেন্দ্রীয়বাহিনী টহলের দাবী জানিয়েছি। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করছে।ঃ্র'

অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন। তিনি জানান,ঃ্র' নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূল কোনভাবেই জড়িত নয়।ঃ্র' অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে,ঃ্র' এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। ঘটনার তদন্ত চলছে।ঃ্র' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

গোষ্ঠ পালের 'পদ্মশ্রী', কমিটি করল মোহনবাগান

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : গোষ্ঠ পালের 'পদ্মশ্রী' খুঁজে বার করতে কমিটি তৈরি করল মোহনবাগান ক্লাব। গোষ্ঠবাবুর পরিবারের অভিযোগ, এই সম্মান স্মারক খোয়া গেছে মোহনবাগান ক্লাব থেকে। শুধু তাই নয়, প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা ফেরাতে পারেনি গঙ্গাপাড়ের ক্লাব।

রাগে, অভিমানে গতকাল গোষ্ঠ পালের ৪৪তম প্রয়াণ দিবসে 'মোহনবাগান রত্ন' ফিরিয়ে দেওয়ার খবর আগাম এই সংবাদ সংস্থায় প্রচারিত হয়েছে। আজ গোষ্ঠবাবুর নাতি গির্বান পাল 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই স্মারক খুঁজতে কমিটি তৈরি করেছে। দেখা যাক।"গোষ্ঠ পালের পদ্মশ্রীর মতো আরও কিছু স্মারক ও বেশ কিছু পদকও খোয়া গিয়েছে। ঐতিহাসিক সমস্ত ট্রফি, স্মারকের ভিড়ে যেন শোভা পায় তাঁর অর্জিত পুরস্কারও, ক্লাবে খেলে পাওয়া সমস্ত সম্মান যেন ক্লাবের মিউজিয়ামেই সংরক্ষিত থাকে। সেই আশাতেই ১৯৯২ সালে গোষ্ঠ পালের পরিবার তদানীন্তন ক্লাব প্রশাসকদের হাতে তুলে দেয় সমস্ত খেতাব, অর্জিত সম্মান। কিন্তু প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা হয়নি। ক্লাবের তরফে বারবার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও গত মাস পর্যন্ত বাস্তবে তা হয়নি। গত মাসে মোহনবাগানের তরফে পিতার দুর্মূল্য সমস্ত ট্রফি, স্মারক, পদ্মশ্রী সহ একাধিক সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিংবদন্তির পরিবারের হাতে। পদ্মশ্রী, বহুমূল্য ব্যাজ, দামি মানপত্র- ছিল সেই তালিকায়! তবে ক্লাবের তরফে নীরাংশুবাবুর কাছে যে স্মারক তুলে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল জরাজীর্ন। প্রবাদপ্রতিম পিতার ঐতিহাসিক স্মৃতিমাখা সেই সব স্মারকের পরিণতি দেখে স্থির থাকতে পারেননি তিনি। ক্লাবেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। সেই ধ্বংসাবশেষ নিয়েই তিনি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি, বুধবার বিজেপি-র নয়া অফিসের উদ্বোধন

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতিতে কোমড় বেঁধে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি। দক্ষিণ কলকাতায় তারা প্রায় সাড়ে ছ'হাজার বর্গফুটের অফিস নিয়েছে নির্বাচনী কন্টোল রুম খুলতে। এক বছরের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেটি। আগামীকাল বুধবার সেটির উদ্বোধন হবে।

বিজেপি-র বর্তমান রাজ্য অফিসে বেশ কিছুদিন ধরেই স্থান সঙ্কট চলছে। কয়েক মাস আগে এখানে কিছুটা সম্প্রসারণ করে তিনটি ঘর তৈরি হয়। আশপাশে খোঁজ করেও পছন্দের পর্যাপ্ত জায়গা মিলছে না। এই অবস্থায় হেস্টিংসে ২, মুন্সি প্রেমচাঁদ লেনে একটি আট তলা বাড়ির অষ্টম তলটি ভাড়া নিয়েছে বিজেপি। মাসে এর জন্য গুনতে হবে আড়াই লক্ষ টাকা। এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটব্যবস্থার তদারকি করবে বিজেপি।

রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানান, দলের মহিলা-কিষাণ-তফশিলী জাতি প্রভৃতি মোর্চার দফতরের পাশাপাশি যুব মোর্চা, তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতির ঘরও রাখা হয়েছে। থাকবে ঝাঁ চকচকে সভাকক্ষ।

দিলীপবাবু ছাড়াও রাহুল সিনহা, মুকুল রায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ও আঞ্চলিক পাঁচ সাধারণ সম্পাদকের বসার ঘর হয়েছে এই নতুন অফিসে। দলের এক নেতা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, প্রতি দিন বেশ কয়েকটি সভা বা বৈঠক করতে হচ্ছে। ৬, মুরলিধর সেনের অফিসভবনটি এত ছোট যে জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা বসার বা অপেক্ষা করার জায়গা পান না। গোপনীয়তার সঙ্গে আলোচনার অবকাশ নেই। নতুন ভবনটি অনেকে কাছে যাতায়তের পক্ষে একটু অসুবিধাজনক মনে হলেও বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে।

মঙ্গলবারের ভারী বর্ষণকে উপেক্ষা করে এক কংগ্রেস সমর্থক প্রচার র‍্যালীতে যোগ দিতে মরিয়া। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক জল-সীমা লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার ৪ জন তামিল মৎস্যজীবী, কেড়ে নেওয়া হল নৌকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম

রামেশ্বরম, ৯ এপ্রিল (হি.স.): আন্তর্জাতিক জল-সীমা লঙ্ঘনের দায়ে ফের তামিল মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করল শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী। মঙ্গলবার সকালে শ্রীলঙ্কা উপকূল থেকে কিছুটা দূরে নেদুনথিভু এলাকায় মাছ ধরার সময় ৪ জন তামিল মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা। পাশাপাশি বহু তামিল মৎস্যজীবীকে উপকূল থেকে বিতাড়িত করেছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। তাঁদের এলাকায় ঢুকে পড়ার জন্য ভারতীয় মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের মাছ ধরার একটি নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম। গ্রেফতার করার পর তামিল মৎস্যজীবীদের কাঙ্কেসন্থুরাই-এ নৌবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালের ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি অনুযায়ী কাচ্চিথিভু অঞ্চলের উপর অধিকার রয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকারের। এই প্রথম নয়, আর আগেও বহুবার তামিল মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী।

কালাইনের পাথর পাচার, ভাগীদার করিমগঞ্জের বন দফতর

শিলচর (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : দুর্নীতি দমনে বন ও পরিবেশমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। অথচ প্রশ্ন উঠছে, বনমন্ত্রী যদি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে-ই থাকেন, তা-হলে কী করে কালাইনের কোয়ারি থেকে অবৈধভাবে পাথর পাচার পর্ব চলছে,কী করে চলছে সিন্ডিকেট মাফিয়াদের দাপট? বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পাথর-বালু পাচার ও বৃক্ষ নিধনযজ্ঞের রাশ টানতে মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য ব্যক্তিগতভাবে সরজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে যাবতীয় দুর্নীতি দমনে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে কিন্তু কালাইনে মন্ত্রীর কঠোর স্থিতিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লাগামহীন দুর্নীতি কায়েম করে চলেছেন বিভাগীয় আধিকারিক, টেন্ডারপ্রাপ্ত ফার্মের স্বত্বাধিকারী, লেসির স্থানীয় ব্যবসায়ী, চা বাগানের কর্মী ও সিন্ডিকেটের মাফিয়ারা। এ-সব বিস্তর অভিযোগ কালাইন-সহ কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার সর্বত্র শোনা গেলেও রহস্যজনকভাবে নীরবতা অবলম্বন করেছেন বনমন্ত্রী শুক্লবৈদ্য।

অভিযোগ, কালাইনের রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার পিংকু সিং ও লেসি তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে সিন্ডিকেট মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। কালাইন পার্ট টু পাথর কোয়ারি মহালের টেন্ডার পেয়েছে গুয়াহাটির এক ফার্ম মেসার্স ট্রিয় স্টোনি মার্ট। স্বত্বাধিকারি আব্দুল লতিবুর রহমান এবং সাবানা সুলতানা। তাঁরা গুয়াহাটিতে থাকেন। সেই সুবাদে স্থানীয় একাংশ ব্যবসায়ী মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে ভুল পথে পরিচালিত করে শ্রমিকদের ঢাল বানিয়ে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পাথর পাচার করছেন। মাসের হিসাবে নয়, দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ব্যাপক তৎপরতার সঙ্গে অবৈধ পাথর পাচার অভিযান চলছে কালাইনে।অভিযোগকারীদের কাছে জানা গেছে, কালাইন পার্ট টু-এর মহাল চালান দিয়ে পার্ট ওয়ান ইউনিট থেকেও প্রতিদিন বিশাল পরিমাণে পাথর পাচার হচ্ছে। জয়শ্রী টি কোম্পানির কালাইন চা বাগানের রাস্তা দিয়ে কালাইন পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু কোয়ারিতে প্রবেশ করতে হয়। পাথরবাহী ট্রিপারের যাতায়াতে বাগানের রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। উভয় কোয়ারি এলাকা অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে সর্বজনবিদিত। চা বাগানের রাস্তা সুরক্ষার্থে কোয়ারি থেকে প্রতিদিন ৩০ ট্রাকের বেশি পাথর বোঝাই গাড়ি পারাপার করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ২০১৮ সালের ৩ মে অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়ের চেম্বারে অনুষ্ঠিত সভায় এমন বাধানিষেধ আরোপ-সহ বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিডিও. (মিসসেলেনিয়াস) ৬৭ / ২০১৬ / ৮৮-এ নম্বরে মাইনিউটসসার্ভে করা হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। সভায় উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের তদানীন্তিন ডিএফও সমীর বৈদ্য, রেঞ্জার দেবজ্যোতি নাথ, জয়শ্রী টি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার এইচসি মালপানি, কালাইন চা বাগানের সিনিওর ম্যানেজার এসকে তাপাড়িয়া, বিপি চালিহা, কালাইন চা বাগানের কমার্শিয়াল ডেপুটি ম্যানেজার মুকেশকুমার গোয়েল, মেসার্স ট্রিয় স্টোনি মার্টের আব্দুল লতিবুর রহমান, তাজ উদ্দিন-সহ অন্যরা। কিন্তু সেই মাইনিউটসের শর্ত লঙ্ঘন করে প্রতিদিন দুই শতাধিক ট্রাক পাথর পাচার হচ্ছে কালাইন পাথর কোয়ারি থেকে। অভিযোগ, ওই সব অবৈধ পাথর বোঝাই ট্রাক প্রতি ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা করে সংগ্রহ করছে মাফিয়ারা। কিছু সংখ্যক ট্রাকের ক্ষেত্রে ৮,২০০ টাকাও আদায় করা হচ্ছে মহালের চালান প্রদানের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে কোনও চালান ছাড়াই ৮,২০০ টাকার বিনিময়ে ট্রাক প্রবেশ করছে কোয়ারিতে। সরাকারি কাজের জন্য অর্থাৎ প্রি-পারমিটের ট্রাক থেকে একই অঙ্কের টাকা আদায় করা হচ্ছে বলেও বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। সাধারণত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনে প্রি-পারমিট সংবলিত ট্রাকের উপর মহালদারের প্রভাব খাটানোর কথা নয়। পার্ট ওয়ান পাথর কোয়ারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা ঝুলছে। এ পরও প্রতিদিন দুই শতাধিক পাথর বোঝাই লরি পাচার হয় কীভাবে? প্রশ্ন উঠেছে। বাঁকাপথে দৈনিক কয়েক লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করছে সিন্ডিকেটের মাফিয়ারা। কোয়ারিতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জেসিবি দিয়ে পাথরের উৎসস্থলে খোদাই করে চলছে পাথর উত্তোলন ও বিক্রি প্রক্রিয়া। শ্রমিকদের রুটিরোজির দোহাই দিয়ে রমরমা কারবার চালাচ্ছে মাফিয়ারা।

টিক টক অ্যাপ : মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, ১৫ এপ্রিল শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): গান, সিনেমার সংলাপ, মজাদার অডিও দিয়ে শুরুটা হলেও, শেষটা মোটেই সুখকর হচ্ছে নাঊ চিনা ভিডিও অ্যাপ্লিকেশন 'টিক টিক'-এ ক্রমশই বাড়ছে পর্নোগ্রাফি ভিডিও আপলোডের নেশা, এমনটাই জানাচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা বিভাগঊ এই অ্যাপের সৌজন্যেই বাড়বাড়ন্ত পর্নোগ্রাফিরঊ তাই আগে ভাগেই এই বাড়বাড়ন্তে রাশ টানতে অবিলম্বে এই অ্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্টঊ কিন্তু, মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন একজন আবেদনকারীঊ সোমবারই সেই আবেদন শুনতে সম্মত হয় সর্বোচ্চ আদালতঊ আর মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'টিক টক' অ্যাপ নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদনের শুনানি হবে আগামী ১৫ এপ্রিল।

সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ সূত্রের খবর, 'টিক টক' অ্যাপে সাম্প্রতিককালে নানা অশ্লীল ভিডিও, পর্নোগ্রাফি এমনকি শিশু পর্নোগ্রাফিরও বাড়ছেঊ মাদ্রাজ হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করে অ্যাপটি দ্রুত বন্ধ করার আবেদন জানান মাদুরাইয়ের এক আইনজীবী এবং সমাজসেবী মুথু কুমারঊ সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে অবিলম্বে এই অ্যাপটি নিষিদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্টঊ আগামী ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দেয়, সে দিকেই তাঁকিয়ে 'টিক টক' ভক্তরা।

বিহারের কাটিহারে পাটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের কোনও খবর নেই

পাটনা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের কাটিহার জেলায় পাটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডঊ মঙ্গলবার সকালে কাটিহার জেলার সোনালী চক-এর কাছে অবস্থিত একটি পাটের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ গোডাউনের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাঊ গোডাউন ও সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়ঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় দমকল ও নিকটবর্তী থানায়ঊ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনঊ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরাঊ পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে সোনালী চক-এর কাছে অবস্থিত একটি পাটের গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন লাগেঊ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানোর কাজ চলছেঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ কিভাবে আগুন লাগল ওই গোডাউনে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের দায়িত্ব মিয়ানমারকেই নিতে হবে ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পম্পেও

মনির হোসেন, ঢাকা, ০৯ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে পালিয়ে আসা ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে যে কোন ধরণের ভয়ভীতি ও নিপীড়ন ছাড়াই নিরাপদ প্রত্যাবাসনের দায়িত্ব মিয়ানমারকেই নিতে হবে।

তিনি বলেন, উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়া মিয়ানমার সরকার ও সেনা বাহিনীর দায়িত্ব।

সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে মাইক পম্পেও'র সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের বৈঠককালে তিনি একথা বলেন। আজ ০৯ এপ্রিল প্রাপ্ত এক বার্তায় একথা বলা হয়।

বৈঠককালে পম্পেও রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।তিনি রোহিঙ্গাদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন জানান, বাংলাদেশ নিজ ব্যয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও এইড গ্রুপগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক লাখ রোহিঙ্গাকে স্থানান্তরের পরিকল্পনায় ভাষানচর দ্বীপ বাসযোগ্য করেছে।তিনি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পর্যবেক্ষণে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তুলতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কামনা করেন।

এছাড়া, রোহিঙ্গা ইস্যু, বঙ্গবন্ধুর খুনী রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আনা, অবাধ ও মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশন, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশ এবং বহুমুখী খাতে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের অংশিদারিত্ব নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত আনার ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনি একজন দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী।তিনি বলেন, এটা সন্ত্রাস ও চরমপন্থা প্রতিরোধ এবং আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে দু'দেশের মধ্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।উভয় নেতা একমত পোষণ করেন যে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অধিকতর উন্নয়নে আঞ্চলিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জ্বালানি ও অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দকে সুশাসন, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার ব্যাপারে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ তার অসাধারণ উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এ কথা উল্লেখ করে মোমেন তেল ও গ্যাস খাতে ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহবান জানান।তিনি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) আসন্ন নির্বাচনে ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল পদে বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কামনা করেন।

পরে বাংলাদেশের সফররত মন্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাডভাইজার চার্লস কুপারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন।যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন বৈঠকগুলোতে উপস্থিত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের থাণে-তে প্রহৃত বিজেপি কর্মী, আটক ৩ জন এমএনএস কর্মী

থাণে (মহারাষ্ট্র), ৯ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থাণে জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কর্মীকে মারধরের ঘটনায় মহারাষ্ট্র নবনির্ণাণ সেনা (এমএনএস)-র ৩ জন সক্রিয় কর্মীকে আটক করল পুলিশঊ হোয়াটসঅ্যাপে একটি পোস্ট ছড়িয়ে দেওয়াকে ঘিরে গণ্ডগোলের সূত্রপাতঊ আক্রান্ত বিজেপি কর্মী প্রদীপ রাণে জানিয়েছে, গত রবিবার হোয়াটসঅ্যাপ মারফত তাঁর কাছে একটি পোস্ট আসেঊ ওই পোস্টটিতে এমএনএস প্রধান রাজ ঠাকরে এবং এমএনএস কর্মীদের ছবি ছিল। সম্ভবত আপত্তিজনক কিছু ছিল ওই পোস্টটিতে, এমনই মনে করা হচ্ছে। এরপরই হোয়াটসঅ্যাপ মারফত ওই

ছয়ের পাতায়

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স শীর্ষ পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ০৯ এপ্রিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স (এমপিএফ) -এর মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলন মিয়ানমারের নেপিতো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।৬ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক এই বৈঠক ৮ এপ্রিল মিয়ানমারের নেপিতো শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এবং মিয়ানমার পুলিশ ফোর্সের চীফ অব পুলিশ জেনারেল স্টাফ, পুলিশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মায়ো থান-এর নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের মিয়ানমার প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবি'র ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন।

অপরদিকে, মিয়ানমার প্রতিনিধিদলে মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স (এমপিএফ) এর উর্ধতন কর্মকর্তাব ছাড়াও সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, মংডু জেলা প্রশাসক এবং ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বিশেষ করে ইয়াবা পাচার প্রতিরোধ, সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম বন্ধ, সীমান্তে গুলি বর্ষণ না করা, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের কারাগারে সাজাভোগ শেষে উভয় দেশের নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, সীমান্ত নিরাপত্তায় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও আইন প্রয়োগের অংশ হিসেবে ব্যাটালিয়ন ও রিজিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত পতাকা বৈঠক, বর্ডার লিয়াজোঁ অফিস (বিএলও) এর প্রথম বৈঠক আয়োজন, যথাসময়ে সীমান্ত নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে সমন্বিত যৌথ টহল, পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিবিধ বিষয় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করা হয়।

সীমান্ত সম্মেলন উপলক্ষে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম ৮ এপ্রিল মায়ানমারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মেজর জেনারেল অং থু এবং মায়ানমার পুলিশ ফোর্স এর প্রধান পুলিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অং উইন উ -এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সৌজন্য সাক্ষাতকালে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সরকার ঃ তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ

ঢাকা, ০৯ এপ্রিল তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ মঙ্গলবার বলেছেন, আইন ও আদালতকে সমুন্নত রাখার স্বার্থেই বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সরকার।

তিনি বলেন, এখানে প্রতিহিংসার কোনো কারণ নেই। তারেক রহমান যদি মনে করেন তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন, তাহলে তো তার নিজেরই দেশে চলে এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করার কথা। কিন্তু তার দুর্নীতি ও হত্যা মামলার অপরাধ এত সুস্পষ্ট যে তার সে সৎসাহস নেই।

তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বিএনপি মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের জবাবে বিকালে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দলের প্রচার উপকমিটির সভার শুরুতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও দলের অন্যতম মুখপাত্র বলেন, তারেক রহমানের দুর্নীতি বাংলাদেশ সরকার উদঘাটন করেনি, করেছে যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই। আর একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় তার অপরাধ সাক্ষ্য-প্রমাণে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। বিএনপিরই উচিত ছিল তাকে বাদ দেয়া। কিন্তু তা না করে তারা একজন দুর্নীতি ও ফৌজদারি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে রাজনৈতিক সুরক্ষা দেবারে অপচেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, দুর্নীতি বা ফৌজদারি মামলায় দণ্ড হলে যেসব দেশের সাথে চুক্তি আছে, সেখান থেকে আসামিদের ফিরিয়ে আনা হয়, কিন্তু যুক্তরাজ্যের সাথে চুক্তি নেই বলে সরকার সেদেশে চিঠি দিয়েছে।

অভিযোগকারীরা বলেছেন, জনৈক তাজ উদ্দিনের নিয়ন্ত্রণে কালাইন কোয়ারির পাথর পাচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সিন্ডিকেট।

কালাইন পার্ট ওয়ানের টেন্ডার কনফ্লিক্ট নিয়ে গত ২৫ মার্চ সর্বোচ্চ আদালতে একটি অ্যাফিডেভিট দাখিল করে কালাইন পার্ট টু কোয়ারির মহালদার মেসার্স ট্রিয় স্টোনি মার্টের পক্ষে বলা হয়েছে, চা-বাগানের শর্ত মোতাবেক প্রতিদিন ৩০ ট্রাক পাথর বের হওয়ায় মহালদার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এভাবে পার্ট-টু থেকে বাগান কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া ৩০ ট্রাকের শর্তানুযায়ী মহালদারের ক্ষতির খতিয়ান উপস্থাপন করে পার্ট ওয়ানের টেন্ডারও তাদের অনুকূলে অনুমোদন দেওয়ার দাবি তুলছে মেসার্স ট্রিয় স্টোনি মার্ট। উল্লেখ্য, কালাইন পার্ট টু মহালের অনুমোদন পেয়ে ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল থেকে কোয়ারির কাজকর্ম শুরু করেছে ট্রিয় স্টোনি মার্ট। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সর্বোচ্চ আদালতে স্টোনি মার্টের প্রদত্ত অ্যাফিডেভিটের তথ্য অনুসারে ট্রাক প্রতি ১০ সিএম পরিমাণের হিসেবে ৩ মাসে ২৭ হাজার সিএম পাথর বের হচ্ছে। অথচ ৩ মাসের কিস্তিতে মাত্র ২ হাজার ৫০০ সিএম পাথরের মহাল অনুমোদন করেছে বন বিভাগ। অ্যাফিডেভিট অনুসারে ৩০ ট্রাকের স্বীকারোক্তির হিসাবে ৩ মাসে ২৪ হাজার ৫০০ সিএম বেশি পরিমাণের পাথর পাচার করছে টেন্ডারপ্রাপ্ত ট্রিয় স্টোনি মার্ট। বাস্তবে কিন্তু প্রতিদিন ২০০ ট্রাকের হিসাবে ৩ মাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার সিএম পাথর পাচার হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠেছে, পাথর বোঝাই অসংখ্য ট্রাক চা বাগানের চেকগেট পারাপার হয় কীভাবে? এক্ষেত্রে ম্যানেজার, অ্যাকাউনটেন্ট এমকে গোয়েল, রেঞ্জ অফিসার পিংকু সিংদের ভূমিকা সন্দেহজনক বলে মনে করেন প্রশ্নকর্তারা। বলা হচ্ছে, তাঁদের সরাসরি মদতে এমন অনৈতিক পাথর ব্যবসার রমরমা চলছে।

বাগানের শর্ত অনুযায়ী, ট্রাক প্রতি ২০০ টাকা গেটে দিলেও অলিখিতভাবে আরও ৫০০ টাকা আদায় করা হয়। পাথর বোঝাই ট্রাকের দৌরাত্ম্যে ব্যস্ততম কালাইন বাজারের ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায়ই কৃত্রিম যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় সময় সংঘটিত হয় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। পাথর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে বিভিন্নভাবে বন মাফিয়াদের হুমকির শিকার হতে হয় প্রতিবাদী লোকজনদের। অতএব সার্বিক পরিস্থিতি সচক্ষে অবগত হতে যে-কোনওদিন রাতে কালাইন পাথর কোয়ারিতে হানা দিতে মন্ত্রী পরিমলকে আর্জি জানানো হয়েছে। লোকমুখে নয়, সরেজমিনে অবগত হয়ে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা। সচক্ষে দেখুন, মাস-দেড়েক আগে যে ব্যক্তিকে করিমগঞ্জের ডিএফও করে নিয়ে এসেছেন, সেই নগেন্দ্রনাথ ডেকা এবং কালাইনের রেঞ্জার পিংকু সিং কেমন রাজকোষে ডাকাতি করছেন। বক্তব্য প্রতিবেদকের নয়, অভিযোগকারীদের।

বসিরহাটে জমজমাট সেলের বাজারে প্রথম মিছিল করে প্রচার সারলেন সায়ন্তন বসু

বসিরহাট, ৯ এপ্রিল(হি,স) : বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, কোথাও আবার কেনাকাটার উপর ফিফটি পার্সেন্ট ছাড়। এমনই জমজমাট সেলের বাজারে প্রচার সেরে নিলেন বসিরহাটের লোকসভার প্রার্থী বিজেপির সায়ন্তন বসু। এদিন বিজেপি প্রার্থী রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন চিত্রতারকা তথা বিজেপি নেত্রী দেবিকা মুখার্জি। মঙ্গলবারই ছিল প্রথম দফা নির্বাচনের প্রচার এর শেষ দিন। আর এদিনই বসিরহাট লোকসভা থেকে জোরকদমে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু। প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর এতদিন বসিরহাট লোকসভা এলাকায় কর্মী সভার উপরে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। আর মঙ্গলবার বসিরহাট টাউন হল সংলগ্ন বিজেপির জেলা পার্টি অফিস থেকে পায়ে হেঁটে প্রচারের মিছিলে যোগদান করেন সায়ন্তন বসু। এদিন তার সঙ্গে মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপি নেত্রী দেবিকা মুখার্জি ও বসিরহাটের প্রাক্তন পর্যবেক্ষক রাজ্য নেতা সমীরণ সাহা। চৈত্র মাসের শেষ মুহূর্তে বসিরহাট শহর জুড়ে রমরমিয়ে চলছে সেলের বাজার। আর তাই ইটিন্ডা রোডের দু"পাশ দিয়ে বসে থাকা ব্যবসায়ী ও সেলের বাজারে হাজির হওয়া অসংখ্য মানুষকে পেয়ে প্রচারে সুযোগ হাতছাড়া করলেন না বিজেপি প্রার্থী। সেলের বাজারে ক্রেতাদের ধরে ধরে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সায়ন্তন বসুকে পরিচয় করিয়ে দিলেন চিত্রতারকা দেবিকা মুখার্জি। বসিরহাট টাউন হল সংলগ্ন জেলা পার্টি অফিস থেকে মিছিল শুরু হয়ে ইটিন্ডা রোড ধরে বসিরহাট থানার সামনে দিয়ে আর এন মুখার্জি রোড এর উপর দিয়ে ভ্যাবলা মাঠে গিয়ে শেষ হয় বিজেপির মিছিল।

ভোটদানে উৎসাহ দিতে, দুর্গাপুরে শতায়ু ভোটারদের সম্বর্ধনা দিল কমিশন

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : সেঞ্চুরীতেও "নট আউট"। ভোট দেবেন এবারও। ভোটদানে উৎসাহ দিতে এরকম ভোটারদের সম্বর্ধনা দিল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন। মঙ্গলবার মহকুমার তিন শতায়ু ভোটারের বাড়িতে গিয়ে সম্বর্ধনার পাশাপাশি ইভিএমে ভোটদানের পদ্ধতিও বুঝিয়ে দেন দুর্গাপুরের রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমাশাসক অনির্বাণ কোলে।

দুর্গাপুরের পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজী নগর কলোনির বাসিন্দা শেফালি সমাদ্দার। বয়স ১০৪ বছর। এদিন তাঁর বাড়িতেই প্রথমে যায় দুর্গাপুর মহকুমার নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং অফিসার তথা দুর্গাপুর মহকুমা শাসক অনির্বাণ কোলে। প্রবীন ওই ভোটারের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। ১০৪ বছর বয়সী শেফালী সমাদ্দার দীর্ঘ প্রায় ৬৫ বছর বসবাস করছেন দুর্গাপুর নেতাজী নগর কলোনীতে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে নির্বাচন শুরু হয়, সেই নির্বাচন থেকে আজও পর্যন্ত তিনি সবকটি নির্বাচনে নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন।

কাঁকসার স্বরসতীগঞ্জের বাসিন্দা হারাধন সাহা। বয়স ১০৮ বছর। এখন নিজেই পায়ে হেঁটে জমির চাষবাস দেখেন। এমনকি স্বয়ং ভোটও দিতে যান। তবে এবারে তাঁর মন ভারাক্রান্ত।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

চালিয়ে ছিল বামেরা। এখন তা সম্ভব নয়, তাই তাঁরা অভিযোগ করছে।

এদিকে, নতুন ভারত গড়ার সঙ্কল্পকে সামনে রেখে বিজেপির তরফে সোমবার লোকসভা নির্বাচনের সংকল্প পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৭৫ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে বলে জানান বিপ্লবকুমার দেব।

ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে তাই প্রধানমন্ত্রী-সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান তিনি। এদিন তিনি সংকল্প পত্রের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় তুলে ধরে বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী দেশ তৈরি করা হবে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা, গরিব কৃষক এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের তিন হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া, জিএসটি-র সরলীকরণ করা যাতে ছোট ব্যবসায়ীর ক্ষতি না হয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এনআরসি চালু করা, দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে স্মার্ট বর্ডার ফেন্সিং সংস্থাপন করা- বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতে তা হবে। এছাড়া জনগণের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্ষতি না করে সিটিজেনশিপ বিল আইনে প্রবর্তন করা, ৫০টি শহরকে মেট্রো নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা, সন্ত্রাসবাদকে কঠোর হাতে দমন করা, জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য একলব্য স্কুলকে নবোদয়ের মতো করা, যে-সকল এলাকায় ২০ হাজার থাকেন সেখানে নবোদয় স্কুল তৈরি করে দেওয়া, ৫০টি বন্ধন বিকাশ কেন্দ্র উত্তরপূর্ব ভারতে চালু করা- বিশেষ করে জনজাতিদের জীবন-মানোন্নয়নের জন্য, ২৫ লক্ষ কোটি টাকা গ্রাম উন্নয়নের জন্য খরচ করা ইত্যাদি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাই

● প্রথম পাতার পর

যতন ভৌমিককে ডেকে আনতে বলেন। যতন ভৌমিকের কাছে তারা জানতে চান রামপ্রসাদ পাল এসেছিলেন কিনা? তিনি জানান, এমন কোনও লোক তার বাড়িতে আসেননি। এই কথা শোনা মাত্রই যতন বাড়িতে কর্মরত শ্রমিকদের ওই দলের সদস্যরা বাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপরই তাকে কুড়াল দিয়ে আক্রমণ করা হয়। তাতে তিনি কোমর ও পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় অক্রমণকারীদের এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। তবে, থানায় মামলা করা হবে বলে যতন ভৌমিকের পরিবারের তরফে জানা গেছে।

এমএনএস কর্মী

পাচের পাতার পর

পোস্টটি আরও কয়েকজনের কাছেছড়িয়ে দেন বিজেপি কর্মী প্রদীপ রাণেউ কোনওভাবে পোস্টটি পৌঁছে যায় এমএনএস কর্মীদের কাছেওউ এরপরই এমএনএস কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনউ

রাবোদি থানার সিনিয়র ইন্সপেক্টর আর এম সোমবংশী জানিয়েছেন, ক্ষোভের কারণেই বিজেপি কর্মীকে মারধর করে এমএনএস কর্মীরাউ এই ঘটনায় ৩ জন এমএনএস কর্মীকে আটক করেছে পুলিশউ পুলিশ সূত্রের খবর, ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়উ এখানেই শেষ নয়, বিজেপি কর্মীকে মারধর করার সময় ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখে অভিযুক্ত এমএনএস কর্মীরা এবং ওই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়উ দেখানো হয় স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলেওউ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫২, ৩২৩, ৫০৪ এবং ৫০০ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মাসুল

তিনের পাতার পর

বছর চালু হয়েছে একটি চেয়ার প্রফেসর পদ। এক প্রাক্তনী এই কারণে প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি টাকা দিয়েছেন। গত ৬ এপ্রিল কলকাতার আইআইএমের সমাবর্তনে ৪৫৩ জন স্নাতক শংসাপত্র নেন। এদের ৩১২ জন পুরুষ, ১৪১ জন মহিলা।

মহিলা

তিনের পাতার পর

কাটিগড়ার-সহ শিলচরের পার্শবর্তী বিভিন্ন গ্রামে অসংখ্য কাঁচা ঘর ভূপ !তিত হয়েছে। বেশ কয়জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলায়ও বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার লেভারপোতা দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা যোগমায়া দাস নামের এক মহিলা বজ্রপাতে মারা গেছেন বলে মারা গেছেন।ঝড়ঝঞ্জা এবং শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কাছাড়ের শালচাপড়া এলাকার। প্রায় ২০০ থেকে ৪০০ গ্রাম ওজনের শিলাপাথর পড়েছে শালচাপড়া, শ্রীদয়পুর, বেরাবাক, নাথগাঁও, বাগলেঞ্জা, ডুঙিরপাড়, কুরিয়া, শুরতাঁরা প্রভৃতি এলাকায়। শিলপাথরের আঘতে অসংখ্যা মানুষের ঘরের টিনের ছাদে বড় বড় ছিদ্র হয়ে গেছে। শালচাপড়ার জনৈক ভানু দাস জানান, রাত প্রায় পৌনে নয়টা নাগাদ প্রবল বেগে ঝড় আসে। তখন অনেক মানুষ বাজারহাট থেকে ঘরে ফিরতে পারেননি। ঝড়ের সঙ্গে বড় বড় শিলাবৃষ্টিও শুরু হয়। দোকানপাট, মানুষের ঘরের ছাদ ছিদ্র হয়ে জল পড়তে শুরু হয়।

এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে বেশ কয়েকটি বসতঘর ধরাশায়ী হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

পশ্চিম আসন

● প্রথম পাতার পর

ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি জানান সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই হয় সি আর পি এফ নতুবা টি এস আর থাকবে। ভোটারদের ভোটার স্লিপের সঙ্গে সচিত্র পরিচয়পত্র অথবা ১১টি বিকল্প নথী নিয়ে ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ১-পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের জন্য ৯টি জায়গা থেকে ভোটকর্মীরা রওয়ানা দেবেন। এর মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৩টি, সিপাহীজলা জেলায় ৩টি, দক্ষিণ জেলায় ২টি এবং গোমতী জেলায় ১টি কেন্দ্র রয়েছে। এই আসনে ৩০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থাকছে শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। সি ই ও জানান, ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনে ৩০৩০টি পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়েছে। গতকাল ও আজ দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হয়। এই দু'দিনে যারা ভোট দিতে পারেননি তাদের জন্য ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে। ভোট দেবার পর ডাকযোগেই আবার তারা এই ব্যালট পেপার ফেরৎ পাঠাবেন। ২-পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের ইডিসি এবং পোস্টাল ব্যালটের এ'চে'পর্ব আজ আমবাসায় করা হয়েছে বলে সি ই ও জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ র'ন ভ-াচার্য এবং অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগও উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা-সহ চার

আটের পাতার পর

টাকাগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে দুই মহিলার সঙ্গে দুই পুরুষকে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, টাকাগুলি গুয়াহাটি থেকে নগাঁওয়ের মার্সি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের জেরায় তাঁরা নাকি বলেছেন, টাকাগুলি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের।

এদিকে বাজেয়াপ্তকৃত ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা কামরূপ (মেট্রো)-র জেলাশাসকের হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে। তদন্ত চলছে।

আহত চার

আটের পাতার পর

সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই বিস্ফোরণটি হয়। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

বিএসপি

আটের পাতার পর

আসনে লড়বে বহুজন সমাজ পার্টি এবং ৩৭টি আসনে লড়বে সমাজবাদী পার্টিউ সপা ও বিএসপি-র মূল লক্ষ্য হল- বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করাউ আগামী ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলেছে লোকসভা নির্বাচন। ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৩ মে।

চেয়েও বেশি

আটের পাতার পর

রাশ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ফলে তাঁকে ওই দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়। পরে দাসাংলু পুল হায়ুলিয়েং কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। তৎকালীন বিধায়ক জোমিন তায়েং-এর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্ত্রী গাম তায়েং ২০১৩ সালে ডাম্বুক কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন। অরুণাচল প্রদেশ মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন জারজুম এটে এবার জেডিইউ-র প্রার্থী হিসেবে অরুণাচল পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অরুণাচল মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী এবং আরও বেশ কিছু মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী দীপ্তি বেঙ্গিয়া সাংবাদিকদের বলেন, এ রাজ্যের মহিলারা বুঝতে পেরেছেন তাঁরা রাজনীতি-সহ সকল ক্ষেত্রেই সক্ষম। তাঁর বক্তব্য- মহিলারা স্বেচ্ছায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এগিয়ে এসেছেন। রাজ্যের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এটা একটা ভালো লক্ষণ। মহিলারা ভালোভাবে পরিবার চালাতে পারেন, তাঁরা রাজনীতিতেও সফল হতে পারেন। সমাজের উচিত তাদের মেধা প্রমাণ করার জন্য সমর্থন, সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা।

অরুণাচল প্রদেশে অতীতেও বেশ কয়েকজন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালে সিবো কাই প্রথম মহিলা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন অরুণাচল ছিল কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল। পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে রাজ্যে ১৯৮০ সালে পিপিএ-র টিকিটে প্রথম মহিলা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন নিয়ান ওয়েলি। তিনি ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যান্য নির্বাচিত বিধায়করা ছিলেন, ও এম দেউরি (১৯৯০), ওয়াদাপ আপাং (১৯৯৫), মেকুপ ডোলো (১৯৯৯), নিয়ানি নাতুং (২০০১,) ওয়ারি ডুলোং (২০০২), নাং সাটি মেইন এবং করিয়া বাগাং (২০০৯)। এঁদের মধ্যে কয়কজন উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

অফিসারের

তিনের পাতার পর

হয়েছে চন্দ্রকান্তবাবুর পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার (পিএসও)-রউ সূত্রের খবর, পেশায় মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দ্রকান্তবাবু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সঙ্গে জড়িতউ কি কারণে এই হামলা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার দলত্যাগীদের নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন শোনে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন আইপিএফটির সভাপতি তথা মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। এক এক করে তাঁর দলের নেতারা কেন তাঁকে ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন? কেন দলের মহিলা শাখার সভানেত্রী, সহ-সভাপতি অনন্ত দেববর্মার পর তাঁর খুব কাছের লোক বলে পরিচিত দলের যুব-সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াও কেন দল ছেড়ে চলে গেলেন। এই প্রশ্ন শোনে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে যান এনসি দেববর্মা। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যান। তাতে স্পষ্ট, দলের এই করুণ দশা এনসি দেববর্মাকে প্রচন্ড বিধ্বস্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

'সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় ঢুকে মারবউ এটাই নতুন ভারতের নীতি। সন্ত্রাসবাদকে আমরা পরাস্ত করেই ছাড়ব, এটাই আমাদের সঙ্কল্পউ তাঁরা বলছে, দেশ থেকে নাকি দেশদ্রোহিতার আইন সরিয়ে দেব। আমি কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলতে চাই, আয়নায় নিজেদের মুখ দেখুনউ আপনাদের মুখে মানবাধিকারের অধিকারের কথা শোভা পায় না। কংগ্রেসিরা বাল সাহেব ঠাকরের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে পৃথক প্রধানমন্ত্রীর দাবিতে যারা কথা বলছে, কংগ্রেস এবং এনসিপি তাঁদেরকেই সমর্থণ করছেউ শরদজী, আপনি এই ধরনের মানুষকে সমর্থণ করছেন! কংগ্রেস দলের কাছ থেকে মানুষের কোনও প্রত্যশা নেই, কিন্তু শরদজী আপনিও! আপনাকে কি এটা মানায়?' এরপরই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে আয়করের দফতরের অভিযান এবং নগদ টাকা উদ্ধার হওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গতকাল ও পরশু আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, কংগ্রেস ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে বাক্সতে করে নোট বেরিয়েছে। নোট দিয়ে ভোট কেনার এই পাপ আগেও তাঁদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ছিল, এখনও তাই রয়েছেউ এঁরা বিগত ছ'মাস ধরে বলছে 'চৌকিদার চোর হ্যায়', কিন্তু নোট কোথা থেকে বেরোল? সত্যিকারের চোর কারা?'

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ধরলে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আর মাত্র দু'দিন বাকিউ মহারাষ্ট্রের লাতুর ছাড়াও, এদিনই কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা এবং মহীসূরে রাজনৈতিক জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রীউ লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১৯ মেউ ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মে।

রাহুল

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে বরাক উপত্যেকায় বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের নতুন যুগের সূচনা করতে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ।

রাহুল বলেন, আধুনিক যোগাযোগ ব্যস্থা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অন্যা ন্য অঞ্চলের সঙ্গে বরাক উপত্যাকেও মূল ধারায় যুক্ত করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবহণ-সহ আধুনিক প্রযুক্তির সর্বক্ষেত্রে বরাককে প্রাধান্য দেওয়া হবে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী আজকের জনসভায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, এবার কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার গড়া শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। দেশের শান্তিপ্রিয় জনতা তানাশাহি থেকে মুক্তি পেতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বর্তমানে সমগ্র দেশে কংগ্রেসের অনুকূলে হাওয়া বইছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের জনগণের ভোট আদায় করে মসনদ দখল করেছিলেন, ক্ষমতায় বসে জনগণের সেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট এনডিএ সরকার।

গত পাঁচ বছর নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার দেশে শুধু বিভাজনের রাজনীতি করে গেছে। 'ইস লিয়ে দেশ কি জনতা মন বনা লিয়া, ইসবার সির্ফ কংগ্রেস সরকার।' এই আওয়াজ তুলে সমগ্র দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিলচর এবং করিমগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান রাহুল গান্ধী। এবার সুস্মিতাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করারও ইঙ্গিত দিয়ে যান রাহুল।

নিহত ৫

● প্রথম পাতার পর

(পিএসও) মৃত্যু হয়েছে বিস্ফোরণে। শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থল থেকে দেহগুলি উদ্ধার করে শনাক্তকরণের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' গুরুতর আহত হয়েছেন ছত্তিশগড় রাজ্য পুলিশের পাঁচ কর্মী। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীও।

সিআরপিএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্য পুলিশের এসকর্ট গাড়িতেও বিস্ফোরণ ঘটে। গুরুতর আহত হয়েছে পাঁচজন রাজ্য পুলিশ।

উল্লেখ্য, লোকসভার ভোটের প্রাক্কালে মাওবাদী হামলায় গত শুক্রবার ছত্তিশগড়ের ধামতাড়ি জেলার সালেঘাট এলাকায় মাওবাদী হামলায় আহত হয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর দু"জন জওয়ান। হামলা চালানোর পরই মাওবাদীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এর আগের দিন বৃহস্পতিবারও রক্তাক্ত হয়েছে ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কাঙ্কের জেলা। ভয়াবহ মাওবাদী হামলায় অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৪ জন জওয়ান। এছাড়াও আরও দু"জন জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের দান্তেওয়াড়ায় এই ভয়াবহ মাওবাদী হামলায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। উদ্ধারকার্যের পাশাপাশি এলাকায় চলছে চিরুনি তল্লাশি।

নাইটদের বিরুদ্ধে জয়ী চেন্নাই সুপার কিং

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল।। ক্যারিবিয়ান দৈত্য আন্দ্রে রাসেলের নেতৃত্বে টগবগে ঘোড়ার মতো ছুটছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজকের ম্যাচে মাঠে নামার আগে নাইটরা টেবিলের শীর্ষে থাকলেও চেন্নাইয়ের সঙ্গে তাদের পয়েন্ট ছিল সমান ৮। ফলে আজ ছিল এককভাবে শীর্ষে ওঠার লড়াই। কিন্তু অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সামনে থামতে হলো রাসেলদের। ব্যাটিং লাইন আপে উড়তে থাকা কলকাতাকে একেবারেই মাটিতে নামিয়ে ১০৮ রানেই 'প্যাকেট' করে দিয়েছে ধোনির চেন্নাই। আর ১৭ বল হাতে রেখে ৩ উইকেট হারিয়েই তুলে নিয়েছে জয়।

চেন্নাইয়ের ৭ উইকেটে জয়ের আগে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে কলকাতার দুর্দান্ত ব্যাটিং লাইনআপ। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভার খেলে একশ রানের গণ্ডি (১০৮) টপকাল নাইটরা, তাই তো বেশি। মূলত রাসেলের অপরাজিত ৫০ রানের কল্যাণেই সম্মান রক্ষা। কিন্তু ১০৮ রান তাড়া করে মাঠ ছাড়া আর এমনকি! তিন উইকেট হারিয়ে ফাফ ডু প্লেসিসরা জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল ১৭.২ ওভারেই। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৩ রানে অপরাজিত ছিলেন ওপেনার ডু প্লেসিস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ রান আসে আম্বাতু রায়াড়ুর ব্যাট থেকে। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে শীর্ষে এখন চেন্নাই। সমানসংখ্যক ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা।

এবারের আইপিএলে আজই প্রথম ব্যাটিং ধসে পড়তে দেখা গেল দীনেশ কার্তিকদের। আগের ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের ১৩৯ রানের জবাব দিয়েছে ৩৭ বল হাতে রেখে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে। তার আগের ম্যাচের ইতিহাস তো সবারই জানা। রাসেলের দাদাগিরিতে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২০৫ রানের জবাব দেই ৫ বল বাকি রেখেই। শেষ দুই ম্যাচে যে দলের ব্যাটিং লাইন আপের সঙ্গে বসেছে কতশত বিশেষণ। অধিনায়ক ধোনির সামনে পড়ে তা ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মতো। ৭৯ রানে ৯ উইকেট হারানো কলকাতা শেষ পর্যন্ত ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান করেছে রাসেলের অপরাজিত ৫০ রানের কল্যাণে।

সুপার কিংসের বোলিং আক্রমণের সামনে আজ দাঁড়াতেই পারেনি শাহরুখ খানের দলের ব্যাটসম্যানরা। দীপক চহার শুরুতেই নাইটদের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। খেলা যত গড়াল হরভজন সিংহ ও ইমরান তাহিরের দাপটে আরও ছন্নছাড়া কার্তিকরা। রাসেল ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন কেবল রবিন উথাপ্পা (১১) ও অধিনায়ক কার্তিক (১৯)। বাকিদের ব্যক্তিগত রান পাশাপাশি রাখলে মোবাইল নম্বরের ডিজিট মনে হতে পারে। ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন দীপক চহার। দুইটি করে উইকেট পেয়েছেন হরভজন সিং ও ইমরান তাহির।

আজারকে ধরে রাখতে মরিয়া চেলসি কোচ

লন্ডন, ৯ এপ্রিল।। যে কোনো মূল্যে এদেন আজারকে ধরে রাখতে চান চেলসির কোচ মাওরিসিও সাররি। কারণ এই মুহূর্তে বেলজিয়ান ফরোয়ার্ডের বিকল্প খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করেন তিনি। তবে শিষ্যের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে প্রস্তুত এই ইতালিয়ান কোচ।

ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে সোমবার আজারের নৈপুণ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারায় চেলসি। ম্যাচের ২৪তম মিনিটে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে জাল খুঁজে নেন ২৮ বছর বয়সী আজার। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটিও করেন দারুণ ছন্দে থাকা এই খেলোয়াড়।

আগামী বছর চেলসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আজারের। গত বছর রাশিয়া বিশ্বকাপের পর জোর গুঞ্জন ওঠে, রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন এই উইঙ্গার। সংবাদ মাধ্যমে একাধিকবার নিজেও স্পেনে পা রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।

দ্বিতীয় মেয়াদে কোচ জিনেদিন জিদান সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ফেরার পর থেকে গুঞ্জনটা আরও জোরালো হয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমের খবর, বড় অংকের টাকা খরচ করে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় কিনতে চায় রিয়াল। পছন্দের তালিকায় জোরে শোরে শোনা যাচ্ছে আজারের নাম। তবে সাররি আশাবাদী, লন্ডনেই থাকবেন চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলে ১৯ গোল করা আজার।

"আরেকজন আজার খুঁজে বের করা অসম্ভব। এই মুহূর্তে আজারের মাপের আর কোনো খেলোয়াড় নেই। তার মান অনেক উঁচুতে। তাই পৃথিবীতে আপনি তার মতো আরেকজন খেলোয়াড় খুঁজে পাবেন না।"

"আমি আশা করি যে আজার এখানে থাকবে। নয়তো আমাদের ভিন্ন কিছু চেষ্টা করতে হবে।"

২০১২ সালে ফরাসি ক্লাব লিলে থেকে চেলসিতে যোগ দেওয়া আজারকে ধরে রাখতে ক্লাব সবকিছুই করবে বলে মনে করেন সাররি। যদিও কাজটা সহজ হবে না, সেকথাও মানছেন তিনি।

"আমি নিশ্চিত যে ক্লাব তাকে বিক্রি করতে চায় না। কিন্তু আমি মনে করি, অবশ্যই আমাদের সবার তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে হবে।"

"সে তার চুক্তির শেষ মৌসুমে এসে পড়েছে। যদি সে নতুন আরেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়, তার চাওয়াকে আমাদের সম্মান জানানো উচিত।"

"অবশ্যই যে কোনো মূল্যে তাকে ধরে রাখতে আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু কাজটা সহজ নয়।"

আজার নিজে অবশ্য এই মুহূর্তে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না। চলতি মৌসুম শেষে সিদ্ধান্ত নিতে চান বলে স্কাই স্পোর্টসকে জানান তিনি।

"মৌসুমের শেষ পর্যন্ত আমি চেলসিতে মনোযোগ রাখছি। সেরা চারে থেকে আমি লিগ শেষ করতে চাই। ইউরোপা লিগ জয়ের আশাও করি।"

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় ইউরোপা লিগের শেষ আটে স্লাভিয়া প্রাগের মুখোমুখি হবে চেলসি।

দুর্ঘটনায় চোট পেয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ

লন্ডন, ৯ এপ্রিল।। সাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনায় পড়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। চিকিৎসা শেষে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমে খবর, মায়োরকায় স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে স্কালোনির সাইকেলকে একটি গাড়ি ধাক্কা দিলে পড়ে যান তিনি। মুখে ও শরীরের একাধিক জায়গায় চোট পাওয়া ৪০ বছর বয়সী সাবেক এই ফুটবলারকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের পক্ষ থেকে স্কালোনির দুর্ঘটনা গুরুতর নয় বলে জানানো হয়। স্কালোনি নিজেও টুইটারে পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

"যত বার্তা আমি পেয়েছি তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। মাত্র কয়েকটা সেলাই পড়েছে এবং আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। সবাইকে ধন্যবাদ।"

স্কালোনির চোট গুরুতর না হওয়ায় টুইটারে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লাওদিও তাপিয়া।

"কয়েক মিনিট আগেই আমি লিওনেল স্কালোনির সঙ্গে কথা বলেছি। সে ভালো আছে।

আইপিএল দিয়েই অভিষেক হলো ব্রায়ান লারার

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল।। শচীন টেন্ডুলকার, সনাৎ জয়াসুরিয়ার মতো কিংবদন্তিরা আইপিএলের আলো গায়ে মাখলেও এত দিন লারা এসবের বাইরেই ছিলেন। এমনকি বিশ্বব্যাপী টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের যেমন মচ্ছব, সে মচ্ছবে লারাকে দেখা যায়নি আগে কখনো। এবার আর সেটা হচ্ছে না। আড়াল থেকে কোটি কোটি ভক্ত-সমর্থকের চোখের সামনে চলে এসেছেন লারা, তা---ও আইপিএলের কল্যাণে। ম্যাচ চলাকালীন আইপিএলের ম্যাচ বিশ্লেষণী প্যানেল 'ডাগ আউট'-এ নিয়মিত পল কলিংউড, কেভিন পিটারসেন, স্কট স্টাইরিস, ব্র্যাড হজ, ব্রেট লি, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, গ্রায়েম স্মিথদের মতো তারকাদের সঙ্গে কুর্তা-পাঞ্জাবি গায়ে দেখা যাচ্ছে লারাকেও।

ম্যাচ বিশ্লেষক বা ধারাভাষ্যকার হিসেবে লারার অভিষেকই হলো আইপিএলে। বিশ্লেষক হিসেবে আইপিএল প্যানেলে লারার 'দ্বিতীয় ক্যারিয়ার' শুরু করা দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোড়ন উঠেছে। ব্যাটিং নিয়ে এই ক্যারিবীয় কিংবদন্তির যে কী অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রতি ম্যাচে বোঝা যাচ্ছে সেটা। পৃথ্বী শ, ঋষভ পন্তদের মতো তরুণদের ব্যাটিংয়ের ভুল-চুক যেমন ধরিয়ে দিচ্ছেন, একই সঙ্গে আন্দ্রে রাসেলদের তাণ্ডব দেখে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করছেন।

খেলার দিনগুলোতে পৃথিবীজুড়ে তাঁর ভক্ত—সমর্থকদের কমতি ছিল না। একসময় তো তাঁর নাম উচ্চারিত হতো টেন্ডুলকারের আগেই। রেকর্ডের লড়াইয়ে পেছনে পড়ে গেলেও টেস্টে ৩৭৫ আর ৪০০ রানের ইনিংস দুটির কীর্তি লারাকে অমর করে রাখবে ইতিহাসে। খেলা ছাড়ার পর সেই লারার একরকম নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ভক্তদের হৃদয়ে শূন্যতার হাহাকার তো তুলেছিলই। মাঝেমধ্যে গলফ কোর্সে অবশ্য দেখা মিলত, কিন্তু তাতে কি আর মন ভরে।

সেই লারাকে এবার চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। কখনো কখনো হাতে ব্যাটও তুলে নিয়ে স্টুডিওর মেকি উইকেটে শ্যাডোও করে দেখাচ্ছেন। এই লারাকে পেয়ে খুশি সমর্থকেরা। একজন টুইট করেছেন, 'তোমার খেলা দেখেই ক্রিকেটে অনুসরণ করা শুরু করেছিলাম। তোমাকে সম্মান জানাই, কিংবদন্তি!'

আরেক লারাভক্তের টুইট, 'তোমাকে দেখতে পেয়ে আর তোমার বিশ্লেষণ শুনতে পেরে অনেক ভালো লাগছে লারা!' আইপিএল না থাকলে এই লারাকে দেখা যেত না, তাই কেউ কেউ আইপিএলকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি, 'আইপিএলের ডাগআউটে লারাকে দেখে অতীতে ফিরে গেলাম। সত্যিকার ক্রিকেটভক্ত যাঁরা, তাঁদের জন্য অসাধারণ এক মুহূর্ত। আইপিএলকে ধন্যবাদ, লারাকে আনার জন্য।'

আজারের জোড়া গোলে তিনে চেলসি

লন্ডন, ৯ এপ্রিল।। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পর্বে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের মাঠে পয়েন্ট হারানোর প্রতিশোধ নিয়েছে চেলসি। এদেন আজারের জোড়া গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় তিন নম্বরে উঠেছে মাওরিসিও সাররির দল।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে সোমবার রাতে ২-০ গোলে জিতে স্বাগতিকরা। সেপ্টেম্বরে লিগের প্রথম পর্বে ওয়েস্ট হ্যামের মাঠ থেকে গোলশূন্য ড্র করে ফিরেছিল ২০১৬-১৭ মৌসুমের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের ২৪তম মিনিটে একক নৈপুণ্যে দলকে এগিয়ে দেন আজার। সতীর্থের পাস পেয়ে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে এগিয়ে ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে নিচু শটে জাল খুঁজে নেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড।

দুই মিনিট পরেই ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। তবে আজারের বাড়ানো বল ধরে দুরূহ কোণ থেকে গনসালো হিগুয়াইনের শট পোস্টে বাধা পায়। বিরতির ঠিক আগে আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের কাছ থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক।

৯০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আজার। রস বার্কলির ক্রস ডি-বক্সে ডান দিকে ফাঁকায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের কোনাকুনি শটে দ্বিতীয় গোলটি করেন আজার। এবারের লিগে এই নিয়ে ১৬ গোল করলেন তিনি।

৩৩ ম্যাচে ২০ জয় ও ছয় ড্রয়ে তৃতীয় স্থানে ওঠা চেলসির পয়েন্ট ৬৬।

চার নম্বরে নেমে যাওয়া টটেনহ্যাম হটস্পারের পয়েন্ট ৬৪। এর চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে আর্সেনাল। এই দুই দল অবশ্য একটি করে ম্যাচ কম খেলেছে।

৩৩ ম্যাচ খেলা লিভারপুল ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি।

মনটেরি ওপেনের শিরোপা জিতলেন মুগুরুজা

লন্ডন, ৯ এপ্রিল।। মন্টেরে ওপেনের শিরোপা জিতলেন গারবিন মুগুরুজা। ফাইনালে বেলারুশের ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কার বিপক্ষে ৬-১ ও ৩-১ গেমের জয় পান তিনি।

তিন বছর পর কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন আজারেঙ্কা। তবে অপ্রত্যাশিত চোটে ফাইনালে প্রত্যাহার করে নেন নিজেকে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুগুরুজার কাছে প্রথম সেট হেরে শুরু করেন আজারেঙ্কা। যেখানে ৬-১ গেমে হারার পরই চোট অনুভব করায় মেডিকেল টাইম আউট নেন এই বেলারুশিয়ান। এরপর দ্বিতীয় সেটে ৩-১ এ পিছিয়ে থাকার পর, ডান হাতে ব্যথার জন্য আর খেলতে পারেননি আজারেঙ্কা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, নির্বাচন দপ্তরের অধ্যাদেশ অনুসারে আগামী ১২-০৪-২০১৯ ইং সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত এবং ১৩ -০৮-২০১৯ ইং সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ফেসিলিটেশন কেন্দ্রে পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে।
এই মর্মে খোয়াই জেলার জন্য খোয়াই অফিস টিলা হাই স্কুলের প্রাঙ্গনে উপরিউক্ত দিন ও সময়ে ২-ত্রিপুরা (পূর্ব) লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটারগন পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করবেন।

জেলা নির্বাচন আধিকারী
(জেলা শাসক ও সমাহর্তা)
খোয়াই জেলা।

ICA/D-30/19-20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মঙ্গলবার পশ্চিম আসনে প্রার্থী প্রতীমা ভৌমিকের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের মডেল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছে

মনির হোসেন, ঢাকা, ০৯ এপ্রিল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে স্থপতি লুই আই. ক্যান এর একক চিত্র প্রদর্শনীতে 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের' মডেল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছে।

নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় সোমবার জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও এস্তোনিয়া স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে 'দ্বীপ থেকে দ্বীপে - লুই আই. ক্যান এর সৃজনশীল পদচারণা' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রদর্শনীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল লুই আই. ক্যান এর অমর সৃষ্টি 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন' এর একটি মডেল, যা নজর কাড়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। স্থপতি ও ফটোগ্রাফার আর্নে ম্যাসিক এর পরিকল্পনায় এই চিত্র প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের চিত্রের পাশপাশি এস্তোনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মার্কিন স্থপতি লুই আই. ক্যানের জগৎ বিখ্যাত স্থাপত্যসমূহের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়।

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন, এস্তোনিয়া রাষ্ট্রপতি কারস্টি কালজুলেইড, বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মারিয়া ফার্নান্দে এস্পিনোসা গার্সেজ এবং লুই আই. ক্যান এর ছেলে ন্যাথানিয়েল ক্যান।

উদ্বোধনী ভাষণে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা বিংশ শতকের অন্যতম সেরা স্থপতি লুই আই. ক্যান এবং তাঁর অমর সৃষ্টি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহকে স্মরণ করছি। ভাবতে অবাক লাগে, এস্তোনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা একজন স্থপতি এত দূরের একটি দেশে গিয়ে কীভাবে এমন অনুপম স্বাক্ষর রেখে গেলেন।নিশ্চিতভাবে এটি ছিল তার হৃদয়সৃষ্ট একটি পদক্ষেপ। এটি অবশ্যই উত্তর-দক্ষিণের বন্ধুত্বের এক অবিনাশী স্মারক। এই স্থাপত্য বাংলাদেশ ও এস্তোনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছে অটুট বন্ধুত্বের বন্ধন।

প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদ ভবনের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে বলেন, এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংসদ ভবন এবং একটি স্থাপত্যের বিস্ময়, যাতে ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় উপকরণ, যার নকশায় তুলে ধরা হয়েছে আবহমান বাঙালি স্থাপত্যধারা, যেখানে কৃত্রিম লেকের মাধ্যম দেখানো হয়েছে নদী-মাতৃক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

যুক্তরাষ্ট্রের সেরা স্থাপত্য বিষয়ক সমালোচক ম্যাকক্যার্টার এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই ভবন বিংশ শতকের অন্যতম সেরা স্থাপত্য ভাস্কর্য। এটি বিভিন্ন সভ্যতা ও যুগের স্থাপত্য কর্মের মেলবন্ধনের একটি অনন্য নিদর্শন হলেও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এই নকশার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, এই ভবন স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, যেমনটি ভেবেছিলেন ক্যান। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি শুধু সংসদ ভবনই নয়, এটি স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও জাতির গর্বের প্রতীক।

বাংলাদেশের সংসদ ভবনকে লুই আই. ক্যান এর অন্যতম সেরা স্থাপনা হিসেবে উল্লেখ করে এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রপতি কারস্টি কালজুলেইড বলেন, ক্যান এর সৃষ্ট ভাস্কর্যসমূহ ন্যায়, স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতীক, যার জন্য জাতিসংঘ কাজ করছে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, এস্তোনিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি সিভেন জুরগেনসনসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিক ও জাতিসংঘের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কমিশনের কাছে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার দাবি সূর্যকান্তের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যাতে নিরপেক্ষ ভাবে ভোট করানো হয়, নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই আবেদন জানাতে চান সিপিআই (এম) এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রউ মঙ্গলবার কলকাতা দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন তিনি উ এরসঙ্গেই ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও দাবি তোলেন।

এদিন সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন, প্রত্যেকটি রাজ্যের ভোটাররা যেন নির্ভয়ে ভোটদান করতে পারেন। অন্যদিকে ভোটকেন্দ্রে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভোটকর্মীরা উ সেই বিষয়টিও যেন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন।

ভোটপ্রচারে ভাষার ব্যবহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্ধ করেন সূর্যবাবু বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দু''জনেই শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছেন। তাঁদের এহেন আচরণ নিন্দনীয়'। তার কথায়, 'বিজেপি, তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা একই পথে হাঁটছে' উ এই দুই দল ভোটের সময়ে দেশে ও রাজ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টায় রয়েছেউ তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েত ভোট থেকে শিক্ষা নিয়ে, নির্বাচন কমিশনের কাছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট শেষ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।

সুন্দরবনের জঙ্গলে চোরা শিকারিদের ফাঁদে আটকে মৃত্যু বাঘের

সুন্দরবন, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : চোরা শিকারিদের পাতা ফাঁদে আটকে মৃত্যু হল একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের আজমলমারী ১ জঙ্গলের হুকা হারানিয়া খালের পাশে। মঙ্গলবার সকালে বাঘটির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়না তদন্ত করা হয় চিতুরি বিট অফিসে। সেখানে ময়না তদন্তের পর বাঘের দেহ সৎকার করা হয়। এই ঘটনায় সুন্দরবনে আবারও চোরা শিকারিদের অস্তিত্ব জানান দিলো বলে মনে করছেন পশুপ্রেমীরা।

বাঘ বাঁচানোর জন্য প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে সরকার। বন দফতরের তরফ থেকে বাঘ সহ বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রান বাঁচানোর জন্য প্রতি বছর সুন্দরবন লাগোয়া গ্রামগুলিতে সচেতনতা শিবির ও করা হয়।

কিন্তু তবুও চোরা শিকারিদের পাতা ফাঁদে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে সুন্দরবনে চোরা শিকারিদের অস্তিত্ব জানান দিলো। সোমবার সন্ধ্যায় মৎস্যজীবী সূত্রে বনকর্মীরা খবর পান সুন্দরবনের ২৪ পরগণা বিভাগীয় বন দফতরের অধীন আজমলমারির জঙ্গলে হুকা হারানিয়া নদীর পাড়ে একটি বাঘের পচাগলা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে সুন্দরবনের চিতুরি বিট অফিস থেকে বনকর্মীরা রওনা দেন হুকা হারানিয়া খালের দিকে। সেখানে গিয়ে এদিন সকালে একটি বাঘের পচাগলা দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। কার্যত লোহার তাঁরের ফাঁদে জড়িয়ে ছিল বাঘটির দেহ। যা দেখে প্রাথমিকভাবে বন দফতরের অনুমান হরিণ ধরার জন্য চোরা শিকারিদের পাতা ফাঁদেই আটকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। তড়িঘড়ি ঐ বাঘের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে সেটিকে চিতুরি বিট অফিসে নিয়ে আসেন বনকর্মীরা। সেখানেই পশু চিকিৎসকের উপস্থিতিতে এই মৃত বাঘের দেহ ময়না তদন্ত হয়। ময়না তদন্তের পর এই চিতুরি বিট অফিসেই দাহ করে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করেন বনকর্মীরা। তবে এই ঘটনায় কপালে যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বন দফতরের।

এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিভাগীয় বনদফতরের ডিএফও সন্তোশা জে আর বলেন, "আমরা সোমবার সন্ধ্যায় খবর পাই যে আজমলমারীর জঙ্গলে হুকা হারানিয়া খালের পাশে একটি বাঘের পচাগলা মৃতদেহ পড়ে আছে। সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে আমরা সেখানে যাই ও দেখি একটি লোহার তাঁরের ফাঁদে আটকে রয়েছে বাঘের দেহ। সেটি পচে গিয়েছে। আমাদের কর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ময়না তদন্তের পড়ে সেটিকে সৎকার ও কড়া হয়েছে। আমাদের মনে হয় হরিণ ধরার ফাঁদ কিছু চোরা শিকারিরা ওখানে পেতেছিল। তাতে আটকেই বাঘটির মৃত্যু হয়েছে। সঠিক কি কারন আছে এর পিছনে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে"। এই ঘটনার পর আরও একবার সুন্দরবনে বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

দেহরাদুন থেকে বাতিল নোটে ৪৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

মুজ্জাফরনগর, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরাখণ্ড থেকে বাতিল নোটে ৪৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূন থেকে এই নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশের এক উচ্চ-পদস্থ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে দেহরাদুনের দিকে একটি গাড়ি আসছিল। রুটিন মাফিক তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ গাড়ি থেকে ৪৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ সুপার সাতপাল এন্টিল এই কথাই জানিয়েছেন। এই ঘটনায় চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই টাকাগুলি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জেরা করা হচ্ছে ধৃতদের ।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দু-একদিন আগে থেকে পুলিশ জোর কদমে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দিয়েছে। আর এই তল্লাশির ফলেই ৪৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই কেন্দ্রে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১১ এপ্রিল।

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন সোনিয়া গান্ধী

লখনউ, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : মাঝে আর মাত্র একটি দিনউ আগামী ১১ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের মধ্য দিয়ে শুরু হতে চলেছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন।

আগামী বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন কংগ্রেস নেত্রী এবং ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী।

মঙ্গলবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এমনটাই জানানো হয়েছেউ ফিরোজ গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, অরুন নেহেরু, শীলা কওল এবং সতীশ শর্মার কেন্দ্র রায়বেরেলিতে এবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন সোনিয়া গান্ধী।

রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকেই এর আগেও ২০০৯ ও ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচন এবং ২০০৪ ও ২০০৬-এর উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেস সূত্রের খবর, বুধবার (১০ এপ্রিল) আমেঠি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন রাহুল গান্ধী।

পরদিনই মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর এম মিশ্র জানিয়েছেন, মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার জন্য সমস্ত ধরণের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে। রায়বরেলিতে লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৬ মেউ উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সাল থেকে উপনির্বাচন মিলিয়ে মোট ১৯ বার এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস এবং মাত্র তিনবার পরাজিত হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী, দাবি রীতা বহুগুণা জোশী

প্রয়াগরাজ, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হলে ফের প্রধানমন্ত্রীর পদে নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচিত করতে হবে। মঙ্গলবার এমন দাবি করলেন বিজেপি নেত্রী ড় রীতা বহুগুণা জোশী। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাহাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ড় রীতা বহুগুণা জোশী কারছানা এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতের সেনা জওয়ানরা। বিজেপি সরকারের সমর্থন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সদিচ্ছা ফলেই সামরিক বাহিনীকে জঙ্গি দমনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তার ফলেই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। এতে গোটা দেশ গর্বিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে ড় রীতা বহুগুণা জোশী বলেন, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রয়েছ। ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ারস্ট্রাইকের ফলে পাকিস্তানের অবস্থা এখন খারাপ। পাকিস্তানের এই ভীরু আচরণ সাক্ষী এখন গোটা বিশ্ব। স্বাধীনতা পর গোটা দেশে যা উন্নতি হয়েছে, তা বিগত পাঁচ বছরে হয়নি। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর মন্ত্রে ভর করে গোটা দেশে উন্নতি হয়েছে। সকল স্তরের মানুষের উন্নতি হয়েছে। কারও প্রতি কোনও অবিচার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। গতবারের তুলনায় আরও বেশি আসন পাবে বিজেপি। ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী।

পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও শান্তি আলোচনা নয় : অমিত শাহ

শামশাহবাদ, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : তেলেঙ্গানার শামশাহবাদের জনসভা থেকে নাম না করে পাকিস্তানকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। যেসব দেশ (পাকিস্তান) আমাদের সেনা জওয়ানদের হত্যা করে তাদের সঙ্গে কোনও রকমের শান্তি আলোচনায় বিশ্বাসী নয় নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ।

এদিন অমিত শাহ বলেন, পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিরা পুলওয়ামায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানদের হত্যা করেছে। ভারতের তরফ থেকে আরও একটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের আশঙ্কা করে সীমান্তে ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু বালাকোটের জঙ্গিঘাঁটিতে এয়ারস্ট্রাইক করে যোগ্য জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার। বালাকোটের এয়ারস্ট্রাইকের পর গোটা দেশ উৎসবের চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান ও রাহুল গান্ধীর অনুগামীরা এতে শোকপ্রকাশ করেছিল। জঙ্গিদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করছে কংগ্রেস এমন অভিযোগ তুলে অমিত শাহ বলেন, ছোট কারণের জন্য কেন এয়ারস্ট্রাইক করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন রাহুল গান্ধীর গুরু স্যাম পিত্রোদা। পিত্রোদা, এটা কোনও ছোট বিষয় নয়। পিত্রোদা জঙ্গিদের সঙ্গে 'ইলু ইলু' করতে পারেন। কিন্তু যে সকল শত্রুরা আমাদের সেনাদের মারবে তাদের যোগ্য জবাব দেবে মোদী সরকার। এমন ধরণের দেশের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বিশ্বাসী নই।

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-কে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, আসাদউদ্দিনের ভয়ে কেসিআর নেতৃত্বাধীন সরকার এখন আর ১৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি দিবস পালন করে না। নির্বাচনে জেতার দুই মাস পরেও ক্যাবিনেট তৈরি করতে পারেনি কেসিআর।

উল্লেখ্য, ১১ এপ্রিল এক দফায় লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তেলেঙ্গানায়। এই রাজ্যে ১৭টি লোকসভা আসন রয়েছে।

কানপুরের অস্ত্র কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত দুই ও আহত চার

কানপুর, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : কানপুরে অস্ত্র কারখানায় বিস্ফোরণ। নিহত দুইকর্মী। গুরুতর আহত চার। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে আনুমানিক সোয়া তিনটের সময় উত্তরপ্রদেশের কানপুরের আরমাপুরের একটি অস্ত্র তৈরি কারখানায় লাইট ফিল্ড আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষা করার সময় আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে যুক্ত থাকা নাইট্রোজেন সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে দুইজন কর্মীর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত চার। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় রিজেন্সি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অশ্বিনী অবস্থি জানিয়েছেন, বন্দুকের পরীক্ষা করার ছয়ের পাতায় দেখুন

গুয়াহাটিতে বাজেয়াপ্ত নগদ ২০.৭৫ লক্ষ টাকা, আটক দুই মহিলা-সহ চার

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : প্রথম দফা ভোটের আগে গুয়াহাটি মহানগরের মালিগাঁওয়ে উদ্ধার করা হয়েছে নথিবিহীন অবৈধ ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মঙ্গলবার মালিগাঁওয়ের তিন নম্বর গেট সংলগ্ন প্রাগজ্যোতিষ সিনেমা হল-এর নিকটবর্তী এলাকায় দুই মহিলার হেফাজত থেকে স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিম-এর হাতে উদ্ধার হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকাগুলি।

জালুকবাড়ি থানা সূত্রে জানা গেছে, নগাঁওয়ের বেসরকারি খ্রিষ্টান মিশনারি পরিচালিত মার্সি হাসপাতালের কর্মচারী এই দুই মহিলা। তিন নম্বর গেট এলাকায় এএস ০২ ডব্লিউ ৫৪০৯ নম্বরের একটি স্করপিও গাড়িতে তালাশি চালিয়ে টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিম-এর অফিসাররা। ছয়ের পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : উত্তরপ্রদেশে পাঁচজনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিএসপি

লখনউ, ৯ এপ্রিল (হি.স.): মাত্র দু-দিন পরই প্রথম দফার ভোট দিয়ে শুরু হবে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি লোকসভা আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবং সমাজবাদী পার্টি (সপা) জোট। এদিন সকালে বিএসপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের কেন্দ্রীয় মহাসচিবের সই করা একটি বিজ্ঞপ্তি মারফত এই পাঁচজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএসপি।এদিন উত্তরপ্রদেশের মোহনলালগঞ্জ (তফশিলি জাতি) লোকসভা আসন সহ মোট পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএসপি। এই প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন ধৌরহরা লোকসভা কেন্দ্রে বিএসপি প্রার্থী আরসদ আহমেদ সিদ্দিকী, সীতাপুর লোকসভা কেন্দ্রে নকুল দুবে, মোহনলালগঞ্জ (তফশিলি জাতি) লোকসভা কেন্দ্রে সি এল বর্মা, ফতেপুর লোকসভা আসনে সুখদেও প্রসাদ এবং কৌসরগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে চন্দ্রদেও রাম যাদব। উল্লেখ্য, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এবার জোট বেঁধেই লড়বে সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)উ উত্তর প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৮টি ছয়ের পাতায় দেখুন

অরুণাচল প্রদেশে এবার মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা গত নির্বাচনের চেয়েও বেশি

ইটানগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা গত নির্বাচনের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গেছে। ৬০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচনে ২০১৪ সালে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ জন। এবার সেই সংখ্যাকে ছাপিয়ে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ জনে ।অন্যদিকে, এ রাজ্যের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের একটিতে একজন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি একেবারেই আনকোরা নতুন প্রার্থী। লক্ষণীয় যে, এবার বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্র মিলিয়ে সর্বাধিক ৯ জন মহিলা প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, যাঁরা একেবারেই নতুন মুখ এবং এ পর্যন্ত এই সংখ্যা সর্বকালের রেকর্ড। ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ৭ জন মহিলা প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন যাদের মধ্যে একজন বিজয়ী হয়েছিলেন ।এ রাজ্যে আগামী ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার একইসঙ্গে বিধানসভার ৬০টি এবং লোকসভার ২ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১১ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে পাঁচজন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে, রাজ্যের শাসকদল বিজেপি মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা তিন। অন্যান্য দলের মধ্যে পিপলস পার্টি অব অরুণাচল (পিপিএ) এবং জেডিইউ-এর একজন করে মহিলা প্রার্থী এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।

নির্বাচনে এত বেশি সংখ্যায় মহিলারা অংশগ্রহণ করায় অত্যন্ত উতসাহিত হয়ে অরুণচল রাজ্য মহিলা কমিশনের (এপিএসসিডব্লিউ) চেয়ারপার্সন রাধিলা চাই তেচি বলেন, এবার নির্বাচনে বৃহৎসংখ্যক মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত উৎসাহজনক। কিন্তু রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে আরও বেশি করে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের জন্য আরও বেশি করে জায়গা দিতে আমরা দায়বদ্ধ। এবারের মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন পুরনো মুখ। এঁদের মধ্যে আছেন বিজেপি-র প্রার্থী দাসাংলু পুল এবং গাম তায়েং। এবার তাঁরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট আসন থেকে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী কোমোলি মোসাং কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবারের বিধানসভা ও লোকসভার মোট ১২ জন মহিলা প্রার্থী এই উপজাতিপ্রধান রাজ্যে মহিলা সবলীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী নামপুং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মহিলাদর জন্য আমার প্রধান গুরুত্ব হল, শান্তি, উন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং ন্যায় প্রদান। সমাজে মহিলাদের অধিকারের জন্য আমি লড়াই করব। আলং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন কংগ্রসের আরেক মহিলা প্রার্থী ইয়েমান তাতাক বাগ্রা। তিনি বলেন, মহিলা সবলীকরণই হল আমার প্রধান অ্যাজেন্ডা।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কালিখো পুলের স্ত্রী দাসাংলু পুল বলেন, আমি কাজে বিশ্বাস করি। আমি আমার কেন্দ্রের এলাকায় অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করেছি যা এবারের নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে। আমি মহিলা বলে আমার যোগ্যতা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল, কিন্তু তারা এখন তাদের ওই ধারণা বদলেছেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের ৯ আগস্ট তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কালিখো পুল আত্মহত্যা করেছিলেন। রাজ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে রাজনৈতিক ডামাডোলের পর শ্রীমতী পুল দলের ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।